রূপক

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে বা কাব্যতত্ত্বে দৃশ্যকাব্য সাধারণতঃ রূপক নামে পরিচিত। কারণ, দৃশ্যকাব্য অভিনেয় ("দৃশ্যং তত্রাভিনেয়ম্") এবং অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপর অভিনেয় চরিত্রের রূপের আরোপ ঘটে। তাই আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সুবিখ্যাত অলংকার গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন—"তদ্ রূপারোপাত্তু রূপকম্।"

অভিনয়ের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—

"অভিনয়োঽ বস্থানুকারঃ"। অর্থাৎ অভিনয় হল অবস্থার অনুকরণ।

অবস্থা সম্বন্ধে বিশ্বনাথ বলেছেন—

"স চতুর্বিধঃ। আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈবমাহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা।।"

অর্থাৎ, অবস্থা চার প্রকার—আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক। ফলে অভিনয়ও চার প্রকার। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রামসীতাদি অভিনেয় চরিত্রের অবস্থার অনুকরণ করে থাকেন। রামাদি অভিনেয় চরিত্রের হস্তপদাদি অঙ্গসঞ্চালনই আঙ্গিক অবস্থা এবং তার অনুকরণই আঙ্গিক অভিনয়। অনুরূপে, রামাদির কথাবার্তাই বাচিক অবস্থা এবং তার অনুকরণ হল বাচিক অভিনয়। রামাদির বেশভূষা হল আহার্য অবস্থা এবং তার অনুকরণই আহার্য অভিনয়। আবার রামাদির স্বেদস্তম্ভাদি ভাব হল সাত্ত্বিক অবস্থা এবং তার অনুকরণই হল সাত্ত্বিক অভিনয়।

রঙ্গমঞ্চে দর্শকবৃন্দের সামনে যখন কোন সুনিপুণ অভিনেতা রামচন্দ্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তখন তিনি রামচন্দ্রের মতই অভিজাত রাজকীয় ভঙ্গিমায় হাঁটাচলা ও অঙ্গ সঞ্চালন করেন। একেই বলে আঙ্গিক অভিনয়। শ্রীরামচন্দ্র যে পরিস্থিতিতে যেভাবে যে সকল কথা বলেছিলেন, অভিনেতা তার অনুকরণ করেন। এই হল বাচিক অভিনয়। অভিনেতা শ্রীরামচন্দ্রের বেশভূষার অনুকরণ করেন। এটাই হল আহার্য অভিনয়। আবার অভিনেতা রামচন্দ্রের স্তম্ভস্বেদাদি ভাবকেও নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলেন। এর ফলে হয় সাত্ত্বিক অভিনয়। অবশ্য এইসব অনুকরণ প্রধানতঃ অনুমান অবলম্বনেই করা হয়ে থাকে।

এইভাবে সুনিপুণ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যখন রঙ্গমঞ্চে রামসীতাদি অভিনেয় চরিত্রগুলি রূপায়িত করেন তখন দর্শকবৃন্দ তাঁদের উপর রামসীতাদির স্বরূপের আরোপ করে। অর্থাৎ তাদের তখন আর অভিনেতা-অভিনেত্রী মনে না করে তাদের রামসীতাদির সাথে অভিন্ন বলেই মনে করে। দৃশ্যকাব্যে এইভাবে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপর অভিনেয় চরিত্রগুলির স্বরূপের আরোপ ঘটে বলেই দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয়।

[বি. দ্র.—"তদ্রূপারোপাত্তু রূপকম্"—তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। অথবা, দৃশ্যকাব্যকে কেন রূপক বলা হয়?—উপরের অংশটিই এ সব প্রশ্নের উত্তর। অভিনয় ও অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরও উপরের অংশ থেকেই দেওয়া যাবে।]

দৃশ্যকাব্য দুপ্রকার—রূপক ও উপরূপক।

রূপকের শ্রেণীবিভাগ—এ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন—

"নাটকমথ প্রকরণং ভাণব্যায়োগসমবকারডিমাঃ।
ঈহামৃগাদঙ্কবীথ্যঃ প্রহসনমিতি রূপকাণি দশ।।"

অর্থাৎ, রূপক দশপ্রকার—(১) নাটক, (২) প্রকরণ, (৩) ভাণ, (৪) ব্যায়োগ, (৫) সমবকার, (৬) ডিম, (৭) ঈহামৃগ, (৮) অঙ্ক, (৯) বীথী এবং (১০) প্রহসন।

উপরূপকের শ্রেণীবিভাগ—এ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"নাটিকা ত্রোটকং গোষ্ঠী সট্টকং নাট্যরাসকম্।
প্রস্থানোল্লাপ্যকাব্যানি প্রেঙ্খনং রাসকং তথা।।
সংলাপকং শ্রীগদিতং শিল্পিকং চ বিলাসিকা।
দুর্মল্লিকা প্রকরণী হল্লীশো ভাণিকেতি চ।।
অষ্টাদশ প্রাহুরুপরূপকাণি মনীষিণঃ।"

রূপকের মত অথচ রূপকের তুলনায় একটু নিম্নস্তরের দৃশ্যকাব্যকে উপরূপক বলা হয়। উপরূপক আঠার প্রকার। যথা—(১) নাটিকা, (২) ত্রোটক, (৩) গোষ্ঠী, (৪) সট্টক, (৫) নাট্যরাসক, (৬) প্রস্থান, (৭) উল্লাপ্য, (৮) কাব্য, (৯) প্রেঙ্খন, (১০) রাসক, (১১) সংলাপক, (১২) শ্রীগদিত, (১৩) শিল্পক, (১৪) বিলাসিকা, (১৫) দুর্মল্লিকা, (১৬) প্রকরণী, (১৭) হল্লীশ এবং (১৮) ভাণিকা।

রূপকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল নাটক এবং উপরূপকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল নাটিকা। সব দৃশ্যকাব্যই মোটামুটি নাটকেরই মত। কিছু কিছু পার্থক্যের কারণে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। তাই আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নাটক সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং অন্য দৃশ্যকাব্যগুলির ক্ষেত্রে কেবল নাটকের সাথে তাদের যে যে ব্যাপারে পার্থক্য আছে শুধু সেটুকুই আলোচনা করেছেন।

নাটক ঃ শ্রেষ্ঠ রূপক তথা নাটকের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন—

"নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্।
বিলাসর্দ্ধ্যাদিগুণবদ্ যুক্তং নানাবিভূতিভিঃ।।
সুখদুঃখসমুদ্ভূতি-নানারসনিরন্তরম্।
পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্।
দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যোবা গুণবান্নায়কো মতঃ।।
এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা।
অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্।।
চত্বারঃ পঞ্চ বা মুখ্যাঃ কার্যব্যাপৃতপুরুষাঃ।
গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং পরিকীর্তিতম্।।"

নাটকের বৃত্ত অর্থাৎ কাহিনীটি হবে খ্যাত অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-পুরাণাদি থেকে গৃহীত অথবা লোকপ্রসিদ্ধ কোন বিখ্যাত গল্প বা ঘটনা, কবিকল্পিত নয় ("নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ")। অবশ্য তার সাথে কবিকল্পিত কিছু কিছু অংশও থাকতে পারে। এতে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও নির্বহণ নামক পাঁচটি সন্ধি থাকবে ("পঞ্চসন্ধিসমন্বিতম্")। নাটকের মুখ্য ফল লাভের জন্য নাটকীয় পাত্রপাত্রীগণের যে নানারকম ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তারই এক একটি ভাগকে বলা হয় সন্ধি। আবর্তন-বিবর্তন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংশয়-সংকটময় ঘটনাপ্রবাহের এক একটি

Scanned by CamScanner

বাঁককেই সন্ধি বলা যায়। নাটক হবে বিলাস, ঋদ্ধি প্রভৃতি গুণযুক্ত ও নানা বিভূতিসম্পন্ন। এতে সুখদুঃখের উৎপত্তি প্রদর্শিত হবে। নাটকে নানা রস থাকবে এবং নাটকের কোন অংশই নীরস হবে না ("নানারসনিরন্তরম্")। তবে সেগুলির মধ্যে শৃঙ্গার বা বীররস হবে মুখ্য এবং অন্যগুলি হবে গৌণ ("এক এব ভবেদঙ্গী শৃঙ্গারো বীর এব বা। অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে..."). অনেকের মতে শান্ত রসও নাটকের মুখ্য রস হতে পারে। নাটক কমপক্ষে পাঁচটি ও ঊর্ধ্বপক্ষে দশটি অঙ্কে বিভক্ত হতে পারে ("পঞ্চাদিকা দশপরাস্তত্রাঙ্কাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ")। নাটকের নায়ক হবেন কোন গুণবান্ বিখ্যাতবংশোদ্ভূত, রাজর্ষি, কোন ধীরোদাত্ত শ্রেণীর প্রতাপশালী ব্যক্তি বা কোন দেবতা অথবা কোন দিব্যাদিব্য পুরুষ অর্থাৎ যিনি দেবতা বা ঈশ্বর হয়েও নিজেকে মানুষ মনে করেন ("প্রখ্যাতবংশো রাজর্ষির্ধীরোদাত্তঃ প্রতাপবান্। দিব্যোঽথ দিব্যাদিব্যো বা গুণবান্নায়কো মতঃ।।")। আত্মশ্লাঘাহীন, ক্ষমাবান, গম্ভীর প্রকৃতির, মহাসত্ত্ব, ধীরপ্রকৃতি, বিনয়াচ্ছন্নগর্ব এবং দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিই ধীরোদাত্ত শ্রেণীর পুরুষ। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের নায়ক দুষ্যন্ত রাজর্ষি, লক্ষ্মীস্বয়ম্বরম্ নাটকের নায়ক বিষ্ণু দিব্যনায়ক। উত্তররামচরিতম্ নাটকের নায়ক রামচন্দ্র দিব্যাদিব্য নায়ক। নাটকে কার্যব্যাপৃত পুরুষ থাকবেন চারজন বা পাঁচজন। নাটকের নির্বহণ সন্ধিতে অদ্ভুত রসের প্রয়োগ করতে হবে ("কার্যং নির্বহণেঽদ্ভুতম্")। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের সপ্তম অঙ্কে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন ঘটেছে অদ্ভুতভাবে, যা আগে থেকে আন্দাজ করা যায় নি।

নাটকের লক্ষণ তথা স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে আচার্য বিশ্বনাথ সর্বশেষে বলেছেন—"গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং পরিকীর্তিতম্"। অর্থাৎ নাটকের বন্ধন তথা অঙ্কের কাহিনীর আয়তন-বিন্যাস হবে গোরুর লেজের অগ্রভাগের মত। 'গোপুচ্ছাগ্র' কথাটির অর্থ সম্পর্কে দ্বিমত দেখা যায়। এক মতে, গোরুর লেজের অগ্রভাগ যেমন ক্রমে সরু হয়ে যায়, নাটকের অঙ্কগুলিও তেমনি ক্রমে ছোট হয়ে যাবে ("ক্রমেণাঙ্কাঃ সূক্ষ্মাঃ কর্তব্যাঃ")। কিন্তু এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বহু প্রসিদ্ধ নাট্যকারের অনেক বিখ্যাত নাটকই আর নাটক পদবাচ্য হতে পারবে না। কেননা, এই মতে প্রথম অঙ্ক হবে সবচেয়ে বড় এবং পরের অঙ্কগুলি ক্রমে ছোট হতে থাকবে। অথচ, ভাসের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক স্বপ্নবাসবদত্তম্-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক খুব ছোট এবং পরের অঙ্কগুলি তাদের চেয়ে অনেক বড়। এরূপ অনেক উদাহরণ আছে। ফলে আচার্য বিশ্বনাথ সহ অনেকেই উক্ত ব্যাখ্যাটিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তাঁদের মতে গোপুচ্ছাগ্রের লোমরাজির মধ্যে যেমন কোনটি হ্রস্ব আবার কোনটি দীর্ঘ হয়, তেমনি নাটকের কোন কোন কার্য বা নায়কব্যাপার হবে হ্রস্ব বলে মুখসন্ধিতেই সমাপ্ত ; আবার কোন কোন কার্য হবে দীর্ঘ বলে প্রতিমুখাদি সন্ধিতে সমাপ্ত। আচার্য বিশ্বনাথ তাই বলেছেন—"যথা গোপুচ্ছে কেচিদ্ বালা হ্রস্বাঃ কেচিদ্দীর্ঘাস্তথেহ কানিচিৎ কার্যাণি মুখসন্ধৌ সমাপ্তানি কানিচিৎ প্রতিমুখে এবমন্যেষ্বপি কানিচিৎ কানিচিদিতি।" নাটকের কোন্ ব্যাপারটি কোথায় শেষ হবে তা নাটকীয় ঘটনার প্রকৃতি অনুসারে দর্শকের ঔৎসুক্য ও রসসৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই নাট্যকার স্থির করবেন। এই ব্যাখ্যায় ভারতীয় নন্দনতাত্ত্বিকদের নাট্যশাস্ত্র বিচারে গভীর ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

সাহিত্যদর্পণে বলা না থাকলেও নাটক সম্পর্কে আরো দুয়েকটি কথা মনে রাখা উচিত। নাটকের নায়িকা হবেন কোন কুলললনা, কুলটা নয়। নাটকে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্যে কৌশিকী

বৃত্তি এবং বীররসের প্রাধান্যে সাত্ত্বতী বৃত্তি প্রযুক্ত হবে। অবশ্য যে কোন ক্ষেত্রেই ভারতী বৃত্তি প্রয়োগ করা যায়।

অঙ্ক ঃ নাটকের অঙ্ক সম্পর্কে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

"প্রত্যক্ষনেতৃচরিতো রসভাবসমুজ্জ্বলঃ।
ভবেদগূঢ়শব্দার্থঃ ক্ষুদ্রচূর্ণকসংযুতঃ।।
বিচ্ছিন্নাবান্তরৈকার্থঃ কিঞ্চিৎসংলগ্নবিন্দুকঃ।
যুক্তো ন বহুভিঃ কার্যৈ-বীজসংহৃতিমান্ ন চ।।
নানাবিধানসংযুক্তো নাতিপ্রচুরপদ্যবান্।
আবশ্যকানাং কার্যাণামবিরোধাদ্ বিনির্মিতঃ।।
নানেকদিননির্বর্ত্য-কথয়া সম্প্রযোজিতঃ।।
আসন্ননায়কঃ পাত্রৈর্যুতস্ত্রিচতুরৈস্তথা।।
দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যু রতং তথা।।
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যবরোধনম্।।
স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জিতো নাতিবিস্তরঃ।
দেবীপরিজনাদীনামমাত্যবণিজামপি।।
প্রত্যক্ষচিত্রচরিতৈর্যুক্তো ভাবরসোদ্ভবৈঃ।
অন্তনিষ্ক্রান্তনিখিলপাত্রোঽঙ্ক ইতি পরিকীর্তিতঃ।।"

অঙ্কে নায়কচরিত্র প্রত্যক্ষ হবে। কারণ, নায়কই নাটকীয় ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। নায়ক সাধারণতঃ প্রতি অঙ্কেই মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। তবে কোন অঙ্কে তিনি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও অঙ্কে যে ঘটনা বর্ণিত হবে তার সাথে নায়কের যোগ থাকতে হবে। অঙ্ক রস ও ভাবে শোভিত হবে। অঙ্কে সংলাপে ব্যবহৃত শব্দরাজির অর্থ হবে সহজবোধ্য। সমাসবাহুল্য-বর্জিত পদযুক্ত বাক্যে অঙ্কের ঘটনা পরিবেশিত হবে। অবান্তর অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক বিষয়ের পরিসমাপ্তি হলেও কিছু কিছু বিষয় সংলগ্ন হয়ে থেকে যাবে। বহু কার্য বা ঘটনার দ্বারা কোন অঙ্ক ভারাক্রান্ত হবে না। একই অঙ্কে নাটকের বীজ ও উপসংহার থাকবে না। অঙ্ক নানাপ্রকার বিধানযুক্ত অর্থাৎ বহুপ্রকার প্রয়োগযুক্ত হবে। এতে বেশী পদ্য থাকবে না এবং আবশ্যিক কার্যাবলীর মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না। একটি অংকে একদিনের বেশী সময়ের ঘটনা পরিবেশিত হবে না। একটি অঙ্কে সাধারণতঃ তিনজন বা চারজন পাত্রপাত্রী উপস্থিত থাকবেন। সকল পাত্রপাত্রী মঞ্চ থেকে চলে গেলে অঙ্কের সমাপ্তি ঘটবে।

অঙ্কে দূর থেকে আহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাষ্ট্র-দেশাদির বিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, অভিশাপ-প্রদান, মলমূত্রাদি ত্যাগ, মৃত্যু, রতিক্রিয়া, দাঁত বা নখ দিয়ে কিছু কাটা বা ক্ষত করা, বা অন্য কোনপ্রকার লজ্জাকর কার্য, শয়ন, চুম্বন, নগরাদির অবরোধ, চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি বিষয়ের প্রদর্শন

Scanned by CamScanner

নিষিদ্ধ। অবশ্য কোন কোন নাট্যকার, বিশেষতঃ প্রাচীন নাট্যকার ভাস, কোন কোন নিষিদ্ধ বিষয় অঙ্কে পরিবেশন করেছেন। তবে সেগুলি অসুন্দর হয়নি।

গর্ভাংক : গর্ভাংকের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—

"অংকোদরপ্রবিষ্টো যো রঙ্গদ্বারামুখাদিমান্।
অংকোঽপরঃ স গর্ভাংকঃ সবীজঃ ফলবানপি।।"

অর্থাৎ, কোন অংকের মধ্যে সন্নিবেশিত রঙ্গদ্বার (মঙ্গলাচরণ)-প্রস্তাবনাদিসংযুক্ত এবং বীজ ও ফলযুক্ত অপর অংককে গর্ভাংক বলা হয়। গর্ভাংক রঙ্গমঞ্চে সূত্রধারের করণীয়। উদাহরণ—বালরামায়ণম্-নাটকে সীতাস্বয়ংবর নামক গর্ভাংক। কোহল রাবণকে বললেন—

"শ্রবণৈঃ পেয়মনেকৈর্দৃশ্যং দীর্ঘৈশ্চ লোচনৈর্বহুভিঃ।
ভবদর্থমিব নিবদ্ধং নাট্যং সীতাস্বয়ম্বরণম্।।"

অর্থাৎ, বহু কর্ণের পানের যোগ্য এবং বিস্ময়ে বিস্ফারিত বহু নেত্রের দর্শনের যোগ্য সীতাস্বয়ংবর নামক নাটক যেন আপনার জন্যই আয়োজন করা হয়েছে। এই কথা বলে সীতাস্বয়ংবর নামক গর্ভাংক প্রদর্শিত হয়েছে। এ যেন নাটকের পাত্র-পাত্রীরা দেখছে এমন অপর একটি ক্ষুদ্র নাটক।

পূর্বরঙ্গ : পূর্বরঙ্গ সম্পর্কে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—

"যন্নাট্যবস্তুনঃ পূর্বং রঙ্গবিঘ্নোপশান্তয়ে।
কুশীলবাঃ প্রকুর্বন্তি পূর্বরঙ্গ স উচ্যতে।।
প্রত্যাহারাদিকান্যঙ্গান্যস্য ভূয়াংসি যদ্যপি।
তথাপ্যবশ্যং কর্তব্যা নান্দী বিঘ্নোপশান্তয়ে।।"

অর্থাৎ, নাটকের মূল বিষয়বস্তুর অভিনয় সুরু করবার আগে রঙ্গের শান্তির উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নির্বিঘ্নে অভিনয় সমাপ্তির জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যে মঙ্গলাচরণ করেন তাকেই বলা হয় পূর্বরঙ্গ। পূর্বরঙ্গের প্রত্যাহারাদি উনিশটি (মতান্তরে) বাইশটি অঙ্গ আছে। এগুলির মধ্যে নয়টি মঞ্চের বাইরে এবং বাকিগুলি মঞ্চেই অনুষ্ঠিত হত। তবে সব ক্ষেত্রে সবগুলি অঙ্গের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হত না। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন যে, সবগুলি অঙ্গের অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলেও দৃশ্যাংশের চতুর্থ অঙ্গ নান্দীর অনুষ্ঠান অবশ্যকর্তব্য।

নান্দী : নাটকের পূর্বরঙ্গের দৃশ্যাংশের চতুর্থ অঙ্গ নান্দী। নান্দীর স্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

"আশীর্বচনসংযুক্তা স্তুতির্যস্মাৎ প্রযুজ্যতে।
দেবদ্বিজনৃপাদীনাং তস্মান্নান্দীতি সংজ্ঞিতা।।
মাঙ্গল্যশঙ্খচন্দ্রাব্জকোক-কৈরবশংসিনী।
পদৈর্যুক্তা দ্বাদশভিরষ্টাভির্বা পদৈরুত।।"

অর্থাৎ, দেবদ্বিজনৃপাদির স্তুতির মাধ্যমে আশীর্বচনসংযুক্ত প্রার্থনাই নান্দী। নন্দয়তি (আনন্দিত করে) ইতি নান্দী। স্তুতির মাধ্যমে দেবদ্বিজাদিকে আনন্দিত করা হয় বলেই এর নাম

নান্দী। এতে শঙ্খ, চন্দ্র, পদ্ম, কুমুদ, চক্রবাক প্রভৃতির বাচক মাঙ্গলিক শব্দের প্রয়োগ থাকবে এবং এর পদসংখ্যা হবে আট অথবা বার। পদ বলতে (১) সুবন্ত বা তিঙন্ত পদ, (২) শ্লোকের চরণ অথবা (৩) অবান্তর বাক্য-এর যে কোন একটিকে গণ্য করা যাবে। নাট্যপ্রদীপে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"শ্লোকপাদং পদং কেচিৎ সুপ্‌তিঙন্তমথাপরে।
পরেঽবান্তরবাক্যৈকস্বরূপং পদমূচিরে।।"

নাটকের প্রথম এক বা একটানা একাধিক শ্লোক সাধারণতঃ নান্দী নামে পরিচিত। 'পদ' কথাটির প্রথম অর্থে ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তম্ নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটি অষ্টপদা এবং প্রতিমানাটকম্-এর প্রথম শ্লোকটি দ্বাদশপদা নান্দী। দ্বিতীয় অর্থে ভবভূতির মালতী-মাধবের প্রারম্ভিক শ্লোকদ্বয় অষ্টপদা এবং ভট্টনারায়ণের বেণীসংহারের প্রারম্ভিক শ্লোকত্রয় দ্বাদশপদা নান্দী। তৃতীয় অর্থে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটি অষ্টপদা নান্দী। এই অর্থে দ্বাদশপদা নান্দীর সন্ধান মেলেনি। কিন্তু কোন অর্থেই কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ প্রভৃতি বেশ কিছু নাট্যকারের নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোক বা শ্লোকগুলিতে অষ্টপদ বা দ্বাদশপদ বর্তমান—এ কথা বলা যায় না। ফলে সেগুলি নান্দীর লক্ষণের সাথে মেলে না। এই কারণে বিশ্বনাথ বলেছেন—"কস্যচিন্মতানুসারেণোক্তম্। বস্তুতস্তু পূর্বরঙ্গস্য রঙ্গদ্বারাভিধানমঙ্গমিত্যুচ্যতে।" অর্থাৎ, নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোক প্রকৃতপক্ষে নান্দী নয়, পূর্বরঙ্গের রঙ্গদ্বার নামক অন্য একটি অঙ্গ। এই শ্লোকের আবৃত্তির মাধ্যমে মঞ্চে আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের প্রথম অবতারণা হয় বলেই এর নাম রঙ্গদ্বার অর্থাৎ অভিনয়ের দ্বারস্বরূপ। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন—

"যস্মাদভিনয়ো হ্যত্র প্রাথম্যাদবতার্যতে।
রঙ্গদ্বারমতো জ্ঞেয়ং বাগঙ্গাভিনয়াত্মকম্।।"

নান্দী প্রকৃতপক্ষে মঞ্চের বাইরে অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠেয়। তাই নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি নান্দীর কোন লক্ষণ নির্দেশ করেন নি। নাটকের প্রথম শ্লোক প্রকৃতপক্ষে নাটক রচনার নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে কবির কৃত মঙ্গলাচরণ। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনব গুপ্ত তাই বলেছেন—"রঙ্গদ্বারমারভ্য কবিঃ কুর্যাৎ"। এই কারণেই ভাসের নাটকগুলিতে এবং অন্যান্য অনেক নাটকের প্রাচীন পুঁথিতে "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" কথাটির পর নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকটি দেখা যায়। পরবর্তীকালের পুঁথিগুলিতে অবশ্য নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোকের পর "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" কথাটি দেখা যায়। ফলে নাটকের প্রারম্ভিক শ্লোক বা শ্লোকগুলিকে নান্দী বলে ধারণা জন্মে। কিন্তু এক্ষেত্রে কথাটির অর্থ হবে—রঙ্গমঞ্চের বাইরে নান্দীপাঠের পর সূত্রধার কবিরচিত এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকটি বা শ্লোকগুলি আবৃত্তি করেছেন এবং এইবার নাটকের অন্যান্য কার্য অনুষ্ঠিত হবে।

প্রস্তাবনা : প্রস্তাবনা সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য তথা নাটকের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর অপর নাম আমুখ। ভাসের নাটকচক্রে একে স্থাপনা বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে প্রচারের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় মূল নাটকের অভিনয় শুরু করবার আগে সূত্রধার অর্থাৎ নাট্যপরিচালক নট-নটীদের সহায়তায় সভাপূজা, দর্শকদের প্রশংসা, নাটক ও নাট্যকারের নাম-ঘোষণা ইত্যাদি এবং

Scanned by CamScanner

সর্বোপরি নাটকীয় পাত্র বা বিষয়বস্তুর সূচনার জন্য এই অপরূপ কৌশল অবলম্বন করতেন। 'প্রস্তাবয়তি প্রকৃতবিষয়মুপস্থাপয়তীতি প্রস্তাবনা'। ভাসের নাটকচক্রে অবশ্য নাটক ও নাট্যকারের নাম স্থাপনায় দেখা যায় না। প্রস্তাবনার লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ সাহিত্য-দর্পণে বলেছেন—

"নটী বিদূষকো বাপি পারিপার্শ্বিক এব বা।
সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্বতে।।
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ।
আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং নাম্না প্রস্তাবনাপি সা।।"

অর্থাৎ, নাটকের যে অংশে রঙ্গমঞ্চে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক (সূত্রধারের সহকারী) নিজেদের কাজের বিষয়ে সূত্রধারের সাথে বিচিত্র কথাবার্তার মাধ্যমে নাটকীয় বিষয়বস্তুর সূচনা করেন, তারই আলংকারিক নাম প্রস্তাবনা। পূর্বরঙ্গের অনুষ্ঠানের পর সূত্রধার মঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলে তাঁরই মত বেশ ধারণ করে স্থাপক মঞ্চে প্রবেশ করে প্রস্তাবনার কাজটি করতেন। তাই স্থাপককেও এখানে সূত্রধার বলা হয়েছে। তবে পরবর্তী যুগে পূর্বরঙ্গের পূর্ণ অনুষ্ঠান হত না বলে সূত্রধারই কাজটি করতেন। নাটকের বিষয়বস্তু, বীজ, মুখ বা পাত্রের মধ্যে যে কোন একটি প্রস্তাবনায় সূচিত হয়। মায়ুরাজকৃত উদাত্তরাঘবে বিষয়বস্তু, শ্রীহর্ষকৃত রত্নাবলীতে বীজ এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে পাত্র সূচিত হয়েছে। নাটকের নায়ক দেবতা হলে সূত্রধার দেবতার বেশে, নায়ক মানুষ হলে মানুষের বেশে এবং নায়ক দিব্যাদিব্য (দেবতা হয়েও নরাভিমানী) হলে সূত্রধার দেবতা বা মানুষ যে কোন বেশে মঞ্চে আসতে পারেন। বিশ্বনাথ বলেছেন—

"দিব্যমর্ত্যো স তদ্রূপো মিশ্রমন্যতরস্তয়োঃ।
সূচয়েদ্ বস্তু বীজং বা মুখং পাত্রমথাপি বা।।"

প্রস্তাবনা পাঁচ প্রকার—(১) উদ্‌ঘাত্যক, (২) কথোদ্‌ঘাত, (৩) প্রয়োগাতিশয়, (৪) প্রবর্তক এবং (৫) অবলগিত। বিশ্বনাথ বলেছেন—

"উদ্‌ঘাত্যকঃ কথোদ্‌ঘাতঃ প্রয়োগাতিশয়স্তথা।
"প্রবর্তকাবলগিতে পঞ্চ প্রস্তাবনাভিদাঃ।।"

এই পঞ্চবিধ প্রস্তাবনার যে কোন একটিকে অবলম্বন করে নাটকে পাত্রপ্রবেশ ঘটে। উদ্‌ঘাত্যক শ্রেণীর প্রস্তাবনার লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে।।"

অর্থাৎ, নাটকীয় কোন পাত্র অনিশ্চিত কোন বিষয়কে অর্থবোধের জন্য নিজ অভিপ্রেত অর্থের বোধক পদ যোজনা করে মঞ্চে প্রবেশ করলে তাকে উদ্‌ঘাত্যক শ্রেণীর প্রস্তাবনা বলা হয়। উদাহরণ—বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধার নটীর নিকট শোনা চন্দ্রগ্রহণের কথা ভুল প্রমাণ করতে বললেন—"ক্রূরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রমসম্পূর্ণমণ্ডলমভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ।" অর্থাৎ, পাপগ্রহ কেতু এখন সবলে পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করতে চাইছে। কিন্তু তাঁর

বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকতেই নেপথ্যে কৌটিল্য নিজের মনোমত অর্থ করে নিলেন যে, মলয়কেতু অসম্পূর্ণ রাজমণ্ডল চন্দ্রগুপ্তকে সবলে পরাজিত করতে চাইছে। তাই তিনি—"আঃ! ক এষ ময়িস্থিতে চন্দ্রগুপ্তমভিভবিতুমিচ্ছতি" (আমি থাকতে কে চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করতে চাইছে) বলে এইভাবে নিজ অভিপ্রেত পদ যোজনা করে সূত্রধারের উক্ত কথা বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। এইভাবে পাত্রপ্রবেশ ঘটিয়ে সূত্রধার প্রস্থান করলেন।

কথোদ্‌ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনার লক্ষণ—

"সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা।
ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্‌ঘাতঃ স উচ্যতে।।"

অর্থাৎ, সূত্রধারের বাক্য অবিকল বলতে বলতে অথবা সূত্রধারের বাক্যের অর্থানুসারে বাক্য প্রয়োগ করে তদনুসারে পাত্র প্রবেশ ঘটলে তাকে কথোদ্‌ঘাত শ্রেণীর প্রস্তাবনা বলা হয়।

উদাহরণ ঃ শ্রীহর্ষের রত্নাবলী নাটিকায় "দ্বীপাদন্যস্মাদপি................." ইত্যাদি সূত্রধার বাক্যটিই পুনরাবৃত্তি করতে করতে নাটকীয় পাত্র যৌগন্ধরায়ণ প্রবেশ করলেন। বাক্যার্থানুসরণের উদাহরণ—ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকে সূত্রধারোক্ত "নির্বাণবৈরদহনাঃ প্রশমাদরীণাম্..." ইত্যাদির 'শত্রুদের শান্তস্বভাবের জন্য যাঁদের বৈরাগ্নি নির্বাপিত হয়েছে সেই পাণ্ডবগণ মাধবসহ আনন্দ লাভ করুন এবং অনুরাগ দ্বারা পৃথিবীকে বশীভূত করে কৌরবেরা ভৃত্যবর্গসহ সুস্থ থাকুন'—এই একটি অর্থ গ্রহণ করে নাটকীয় পাত্র ভীমসেন "আঃ! বৃথা মঙ্গল পাঠক! আমি জীবিত থাকতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কীভাবে সুস্থ থাকবে?"—এই কথা বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করলেন।

প্রয়োগাতিশয় শ্রেণীর প্রস্তাবনার লক্ষণ—

"যদি প্রয়োগ একস্মিন্ প্রয়োগোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।
তেন পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ প্রয়োগাতিশয়স্তদা।।"

অর্থাৎ, একটি প্রয়োগ বা প্রসঙ্গ চলতে চলতে অন্য একটি প্রসঙ্গ সহসা উপস্থিত হলে সূত্রধার যদি প্রথমটিকে অতিশয় অর্থাৎ উপেক্ষা করেন এবং দ্বিতীয়টি অবলম্বন করে পাত্রপ্রবেশ সূচিত করেন, তবে প্রয়োগাতিশয় শ্রেণীর প্রস্তাবনা হয়। উদাহরণ—কুন্দমালায় নেপথ্যে "ইতো ইতোঽবতরত্বার্যা" কথাটি শুনে সূত্রধার বললেন—"আর্যাকে আহ্বান করে কে আমাকে সাহায্য করছে? (দেখে) হায়! কি কষ্ট! লঙ্কেশ্বরের ভবনে দীর্ঘকাল বাসের ফলে লোকাপবাদভয়ে ভীত রামচন্দ্র কর্তৃক নির্বাসিতা গর্ভভারাবনতা সীতাকে লক্ষ্মণ বনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।" এইভাবে এখানে নৃত্যগীতানুষ্ঠানের জন্য নিজের স্ত্রীকে আহ্বানের প্রথম প্রসঙ্গটিকে উপেক্ষা করে সহসা উপস্থিত অন্য প্রসঙ্গ অবলম্বন করে পাত্রপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে।

প্রবর্তক শ্রেণীর প্রস্তাবনার লক্ষণ—

"কালং প্রবৃত্তমাশ্রিত্য সূত্রধৃগ্ যত্র বর্ণয়েৎ।
তদাশ্রয়শ্চ পাত্রস্য প্রবেশস্তৎ প্রবর্তকম্।।"

অর্থাৎ, সূত্রধার কর্তৃক কোন ঋতুর বর্ণনার মাধ্যমে পাত্রপ্রবেশ সূচিত হলে প্রবর্তক শ্রেণীর প্রস্তাবনা হয়। উদাহরণ—

Scanned by CamScanner

"আসাদিত-প্রকট-নির্মল-চন্দ্রহাসঃ প্রাপ্তঃ শরৎসময় এষ বিশুদ্ধকান্তিঃ।
উৎখায় গাঢ়তমসং ঘনকালমুগ্রং রামো দশাস্যমিব সম্ভৃতবন্ধুজীবঃ।।"

এখানে শরৎ ঋতুর বর্ণনায় শ্লেষের সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্রের বর্ণনার মাধ্যমে নাটকীয় পাত্র রামচন্দ্রের প্রবেশ সূচিত হয়েছে।

অবলগিত শ্রেণীর প্রস্তাবনার লক্ষণ—

"যত্রৈকত্র সমাবেশাৎ কার্যমন্যৎ প্রসাধ্যতে।
প্রয়োগে খলু তজ্জ্ঞেয়ং নাম্নাবলগিতং বুধৈঃ।।"

অর্থাৎ, যে প্রস্তাবনায় কোন একটি বিষয়ের প্রশংসার ছলে সাদৃশ্যহেতু অন্য বিষয়ের প্রশংসায় উপমানরূপে বর্ণিত পাত্রের প্রবেশ সূচিত হয় তাকে অবলগিত শ্রেণীর প্রস্তাবনা বলা হয়। উদাহরণ ঃ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে সূত্রধার নটীকে বললেন—

"তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা।।"

এখানে নটীর গীতরাগের মাধুর্যে সূত্রধারের আকৃষ্ট হবার সাথে সারঙ্গ কর্তৃক রাজা দুষ্যন্তের আকৃষ্ট হবার সাদৃশ্য বর্ণনার মাধ্যমে পাত্র দুষ্যন্তের প্রবেশ সূচিত হয়েছে।

বৃত্তি ঃ অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের বেশভূষা এবং নৃত্যগীতাদি-পরিবেশনের যে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাকে বৃত্তি বলে। নাটকের রসভেদে অভিনয়ের পার্থক্য ঘটে। তাই বৃত্তি চারপ্রকার—কৌশিকী, সাত্ত্বতী, আরভটী ও ভারতী।

আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"শৃঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্ত্বত্যারভটী পুনঃ।
রসে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্তিঃ সর্বত্র ভারতী।।
চতস্রো বৃত্তয়ো হ্যেতাঃ সর্বনাট্যস্য মাতৃকাঃ।
স্যুর্নায়কাদিব্যাপারবিশেষা নাটকাদিষু।।"

'বর্ততে রসোঽনেয়া' এই অর্থে নায়কনায়িকাদির যে সাজপোশাক, চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা, নৃত্যগীত ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ বিশেষ রসের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে, তারই নাম বৃত্তি। মাতা যেমন সন্তান প্রসব করেন ও তাকে লালনপালন করেন। বৃত্তিও তেমনি নাটকের মুখ্য বিষয় রসের প্রকাশ ও বিকাশের ব্যবস্থা করে। তাই বৃত্তিকে সর্বনাট্যের মাতৃকা বা জননী বলা হয়।

কৌশিকী বৃত্তির লক্ষণ—

"যা শ্লক্ষ্ণনেপথ্যবিশেষচিত্রা স্ত্রীসঙ্কুলা পুষ্কলনৃত্যগীতা।
কামোপভোগপ্রভবোপচারা সা কৌশিকী চারুবিলাসযুক্তা।।"

অর্থাৎ, নায়ক-নায়িকার উজ্জ্বল বেশবৈচিত্র্যে পূর্ণ, স্ত্রীচরিত্রবহুল, নৃত্যগীতে ভরা এবং

কামোপভোগের বিবিধ উপচারে পূর্ণ বৃত্তিকেই কৌশিকী বৃত্তি বলা হয়। এই বৃত্তির চারটি অঙ্গ আছে। যথা—নর্ম, নর্মস্ফূর্জ, নর্মস্ফোট ও নর্মগর্ভ। এই বৃত্তি সহজবোধ্য ও নায়ক-নায়িকার প্রণয়োচ্ছল বলে শৃঙ্গার রসের প্রকাশ ও বিকাশের উপযোগী হয়ে সকলের মনোহরণ করে।

সাত্ত্বতী বৃত্তির লক্ষণ—

"সাত্ত্বতী বহুলা সত্ত্বশৌর্যত্যাগদয়ার্জবৈঃ।
সহর্ষা ক্ষুদ্রশৃঙ্গারা বিশোকা সাদ্ভূতা তথা।।"

অর্থাৎ, যে বৃত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অধ্যবসায়, বীরত্ব, দানশীলতা, দয়া, সরলতা প্রভৃতি থাকে, যা হর্ষ সমন্বিত, অল্পশৃঙ্গারযুক্ত, শোকমুক্ত এবং অদ্ভুত রসযুক্ত, তাকেই সাত্ত্বতী বৃত্তি বলা হয়। এই সত্ত্বগুণাশ্রিত বৃত্তি চারপ্রকার। যথা—উত্থাপক, সাংঘাত্য, সংলাপ ও পরিবর্তক। বীররসের প্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এই বৃত্তি অত্যন্ত উপযোগী।

আরভটী বৃত্তির লক্ষণ—

"মায়েন্দ্রজালসংগ্রামক্রোধোদ্ভ্রান্তাদিচেষ্টিতৈঃ।
সংযুক্তো বধবন্ধাদ্যৈরুদ্ধতারভটী মতা।।"

অর্থাৎ, মায়া, ইন্দ্রজাল, সংগ্রাম, ক্রোধোন্মত্ততা, উদ্‌ভ্রান্তি, কপটতা, মিথ্যাভাষণ, দাম্ভিকতা, বঞ্চনা, আক্রমণ, যুদ্ধ, বধ, বন্ধন প্রভৃতির অভিনয়ে হয় আরভটী বৃত্তি। এই বৃত্তি চারপ্রকার—বস্তূত্থাপন, সংফেট, সংক্ষিপ্তি ও অবপাতন। রৌদ্ররস ও বীভৎস রসের প্রকাশে ও বিকাশে এই বৃত্তি সমুপযোগী।

ভারতী বৃত্তির লক্ষণ—"ভারতী সংস্কৃতপ্রায়ো বাগ্‌ব্যাপারো নটাশ্রয়ঃ।"

অর্থাৎ, নটাশ্রয় সংস্কৃতবহুল বাগ্ ব্যাপারই ভারতী বৃত্তি। ভরত বা নট কর্তৃক প্রযুক্ত বলেই এর নাম ভারতী। বাক্-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতী। নাটকে বাক্ বা সংলাপই প্রধান। এই বৃত্তিতে বাণীপ্রধান অভিনয় থাকে বলেও এর নাম ভারতী। নট বলতে নটীও বুঝতে হবে। তাই এই বৃত্তি পুরুষপ্রধান হলেও সম্পূর্ণ স্ত্রীবর্জিত নয়। ভারতী বৃত্তি সকল রসেরই প্রকাশ ও বিকাশের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে।

পতাকাস্থান ঃ পতাকাস্থান নাটকের এক অপরূপ বাগ্‌ভঙ্গিমা, এক অপূর্ব নাট্যকৌশল। সর্বত্র সকল ভাষায় রচিত দৃশ্যকাব্যেই পতাকাস্থান বা নাট্যশ্লেষ (Dramatic Irony) দেখা যায়। এর পরিবেশনায় নাটকে অপূর্ব চমৎকারিতার সৃষ্টি হয়, দর্শকচিত্ত রসাপ্লুত হয়ে ওঠে। অপরিহার্য না হলেও নাটকের মর্যাদা-মাধুর্য বৃদ্ধিতে পতাকাস্থান অত্যন্ত আদরণীয়। এতে উক্তি-প্রত্যুক্তির সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা বিদগ্ধ বুদ্ধিকে অনুরণিত করে। পতাকাস্থানের লক্ষণ—

"যত্রার্থে চিন্তিতেঽন্যস্মিংস্তল্লিঙ্গোঽন্যঃ প্রযুজ্যতে।
আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকং তু তৎ।।"

অর্থাৎ, কোন একটি বিষয়ের চিন্তা করতে করতে তৎসদৃশ অপর একটি ভাবের সূচনা অতর্কিতে সংঘটিত হলে, সেই নাট্যকৌশলকে পতাকাস্থান বলা হয়। এটি নাটকের ভাবী অর্থের

Scanned by CamScanner

সূচক। পতাকাস্থান চারপ্রকার। কোন কোন পণ্ডিতের মতে নাটকের মুখসন্ধি থেকে শুরু করে পর পর চারটি সন্ধিতে পতাকাস্থান চতুষ্টয়ের প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু আচার্য বিশ্বনাথ নাট্যকারকে এরূপ নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ করার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে নাটকের যে কোন অংশে যে কোন প্রকার পতাকাস্থান প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রথম প্রকার পতাকাস্থানের লক্ষণ—

"সহসৈবার্থসম্পত্তির্গুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্তিতম্।।"

অর্থাৎ, উপচারবশতঃ (প্রীতিসম্পাদনের অনুকূল হওয়ায়) অতর্কিতভাবে অধিকতর গুণযুক্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হলে প্রথম প্রকারের পতাকাস্থান হয়। এতে আলোচ্য বিষয় অপেক্ষা আগন্তুক বিষয় বেশী আনন্দদায়ক হয়। উদাহরণ—রত্নাবলী নাটকে—'ইনি বাসবদত্তা'—এই ভেবে রাজা উদয়ন যখন বাসবদত্তাবেশিনী সাগরিকার কণ্ঠপাশ মোচন করতে উদ্যত হলেন তখন তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে তাঁকে সাগরিকা বলে চিনতে পারলেন। এখানে প্রাকরণিক বা আলোচ্য বিষয় হল বাসবদত্তার কণ্ঠপাশ মোচনে রাজার উদ্যোগ এবং আগন্তুক ভাব হল রাজার নতুন প্রেমিকা সাগরিকা। এখানে আগন্তুক বিষয়টি রাজার নিকট বেশী প্রীতিপদ এবং সাফল্যের কারণস্বরূপ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পতাকাস্থানের লক্ষণ—

"বচঃ সাতিশয়শ্লিষ্টং নানাবন্ধসমাশ্রয়ম্।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্তিতম্।।"

অর্থাৎ, অতিশয় শ্লিষ্ট (দ্ব্যর্থবোধক) ও নানাবন্ধসমন্বিত বচনবিন্যাসযুক্ত পতাকাস্থানকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পতাকাস্থান বলা হয়। যথা—ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের "রক্তপ্রসাধিতভুবঃ ক্ষতবিগ্রহাশ্চ স্বস্থা ভবন্তু কুরুরাজসুতাঃ সভৃত্যাঃ"—এই উক্তিতে রক্ত-বিগ্রহাদি শব্দের অনুরক্ত-যুদ্ধাদি অর্থ ছাড়া রুধির-শরীরাদি অর্থে শ্লেষের মাধ্যমে বীজার্থ প্রতিপাদিত হয়েছে এবং তার ফলে নায়কের মঙ্গল সূচিত হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীর পতাকাস্থানের লক্ষণ—

"অর্থোপক্ষেপকং যত্তু লীনং সবিনয়ং ভবেৎ।
শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়মিদমুচ্যতে।।"

অর্থাৎ, যে বাক্যবিন্যাসের অর্থ প্রথমে লীন অর্থাৎ অস্পষ্ট থাকে, কিন্তু অন্তে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় এবং যেখানে শ্লেষযুক্ত (দ্ব্যর্থক বা সম্বন্ধযোগ্য অন্য অভিপ্রায়ের সঙ্গে প্রযুক্ত) প্রত্যুত্তর সংবলিত বচনবিন্যাস থাকে, সেখানে হয় তৃতীয় প্রকার পতাকাস্থান। উদাহরণ—বেণীসংহারের দ্বিতীয় অংকে কঞ্চুকী—'দেব, ভগ্ন হয়েছে, ভগ্ন হয়েছে।' রাজা—'কার দ্বারা'? কঞ্চুকী—'ভীমের দ্বারা'। ইত্যাদি অব্যক্তার্থ শ্লিষ্ট প্রত্যুত্তরের দ্বারা দুর্যোধনের উরুভঙ্গরূপ বর্ণনীয় বিষয় সূচিত হয়েছে। এখানে প্রাকরণিক বিষয় হল প্রচণ্ড ঝড়ে দুর্যোধনের রথকেতন ভঙ্গ, আর আগন্তুক বিষয় হল—ভীমকর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ।

চতুর্থ শ্রেণীর পতাকাস্থানের লক্ষণ—

"দ্ব্যর্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ।
প্রধানার্থান্তরাক্ষেপী পতাকাস্থানকং পরম্।।"

অর্থাৎ, সুন্দর শ্লেষযুক্ত, উভয় অর্থে সুসম্বন্ধ ও দ্ব্যর্থ বচনবিন্যাস নাটকে প্রযুক্ত হয়ে প্রধান অর্থান্তরের সূচক হলে তা চতুর্থশ্রেণীর পতাকাস্থান হয়। যেমন—রত্নাবলী নাটকে—

"উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডু ররুচিং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা—
দায়াসং শ্বসনোদ্‌গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাং ধ্রুবং
পশ্যন্ কোপবিপাটলদ্যুতি মুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহম্।"

এখানে প্রাকরণিক বিষয় লতাদর্শন করতে করতে বিলম্ব করে রাজা উদয়ন কর্তৃক মহিষী বাসবদত্তার কোপ-উৎপাদন। আর আগন্তুক বিষয় হল সাগরিকার মদনার্ত মুখ কামার্ত দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বাসবদত্তার মুখমণ্ডলকে রোষরক্তিম করে তোলা। এখানে সুশ্লিষ্ট দ্ব্যর্থবোধক কাব্যিক বচনবিন্যাসের মাধ্যমে নায়কের সাথে সাগরিকার পরিণয়রূপ মুখ্য বিষয় সূচিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

অর্থোপক্ষেপক

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের মতে নাটকের এক অঙ্কে একটিই দৃশ্য। সুতরাং কোন অংকে একাধিক দিনের ঘটনা দেখানো নিষিদ্ধ। তাছাড়া যুদ্ধাদি আরো অনেক কিছু অংকে দেখানো নিষিদ্ধ। নাটকীয় বিষয়বস্তুর সঙ্গতি রক্ষার জন্য এরূপ কোন নিষিদ্ধ বিষয় দর্শকমণ্ডলীকে জানাবার দরকার হলে একটি পৃথক দৃশ্যের মাধ্যমে তা করা হয়। এই বিশেষ নাট্যকৌশলকে অর্থোপক্ষেপক বলা হয়। এর মাধ্যমে অর্থ অর্থাৎ কোন আবশ্যিক বিষয়ের উপক্ষেপ অর্থাৎ সূচনা করা হয় বলে এর নাম অর্থোপক্ষেপক। এটি দৃশ্যকাব্যের সূচ্য অংশ, দৃশ্য অংশ নয়। অংকে দেখানো সম্ভব নয় এমন ঘটনা সংবাদরূপে মধ্যম বা অধম শ্রেণীর পাত্রপাত্রী দ্বারা এই অংশে সূচিত হয়। এটি কোন অংকের অঙ্গ না হলেও সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের এক বিশিষ্ট আঙ্গিক। অবশ্য এতেও যে ঘটনা এক বছরের বেশী সময় ধরে ঘটেছে, তাকে এক বছরের মধ্যেই ঘটেছে বলে বর্ণনা করতে হবে। সাহিত্যদর্পণকার বলেছেন—

"অংকেষ্বদর্শনীয়া যা বক্তব্যৈব চ সম্মতা।
যা স্যাদ্ বর্ষপর্যন্তং কথা দিনদ্বয়াদিজা।।
অন্যা চ বিস্তরা সূচ্যা সার্থোপক্ষেপকৈর্বুধৈঃ।
বর্ষাদূর্ধ্বং তু যদ্বস্তু তৎ স্যাদ্ বর্ষাদধোভবম্।।
দিনাবসানে কার্যং যদ্ দিনেনৈবোপপদ্যতে।
অর্থোপক্ষেপকৈর্বাচ্যমংকচ্ছেদং বিধায় তৎ।।"

অর্থোপক্ষেপক পঞ্চবিধ—বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, চূলিকা, অংকাবতার ও অংকমুখ।

আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"অর্থোপক্ষেপকাঃ পঞ্চ বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ।
চূলিকাংকাবতারোঽথ স্যাদংকমুখমিত্যপি।।"

বিষ্কম্ভকের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—

"বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবংকস্য দর্শিতঃ।।
মধ্যেন মধ্যমাভ্যাং বা পাত্রাভ্যাং সংপ্রযোজিতঃ।
শুদ্ধঃ স্যাৎ স তু সংকীর্ণো নীচমধ্যমকল্পিতঃ।।"

অর্থাৎ, অতীত বা ভবিষ্যৎ গল্পাংশের নিদর্শক, সংক্ষিপ্তার্থ এবং অংকের প্রথমে প্রযুক্ত দৃশ্যকে বিষ্কম্ভক বলা হয়। একটি বা দুটি মধ্যম শ্রেণীর পাত্র দ্বারা প্রযোজিত বিষ্কম্ভককে শুদ্ধ বিষ্কম্ভক এবং অধম ও মধ্যম এই উভয় শ্রেণীর পাত্র দ্বারা প্রযোজিত বিষ্কম্ভককে সংকীর্ণ বা মিশ্র বিষ্কম্ভক বলে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের চতুর্থ অংকের পূর্বে দুর্বাসার অভিশাপের দৃশ্যটি শুদ্ধ বিষ্কম্ভকের দৃষ্টান্ত। রামাভিনন্দ নাটকে ক্ষপণক ও কাপালিকের দৃশ্যটি মিশ্রবিষ্কম্ভকের উদাহরণ। নীরস ও দীর্ঘ অথচ আকাঙ্ক্ষিত সংবাদ প্রথমেই দর্শকদের জানাবার দরকার থাকলে প্রস্তাবনার পরই প্রস্তাবনা দ্বারা সূচিত পাত্রসংযুক্ত বিষ্কম্ভক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বিশ্বনাথ বলেছেন—

"অপেক্ষিতং পরিত্যজ্য নীরসং বস্তু বিস্তরম্।
যদা সন্দর্শয়েচ্ছেষমামুখানন্তরং তদা।।
কার্যো বিষ্কম্ভকো নাট্যে আমুখাক্ষিপ্তপাত্রকঃ।"

প্রবেশকের লক্ষণ—

"প্রবেশকোঽনুদাত্তোক্ত্যা নীচপাত্রপ্রযোজিতঃ।
অংকদ্বয়ান্তর্বিজ্ঞেয়ঃ শেষং বিষ্কম্ভকে যথা।।"

অর্থাৎ, হীনবাক্য ও নীচশ্রেণীর পাত্রদ্বারা প্রযুক্ত দুই অংকের মধ্যবর্তী অর্থোপক্ষেপককে প্রবেশক বলা হয়। সুতরাং প্রবেশক কখনো বিষ্কম্ভকের মত প্রথম অংকের পূর্বে প্রযুক্ত হতে পারে না। তাছাড়া এতে বিষ্কম্ভকের মত কোন মধ্যম শ্রেণীর পাত্র থাকে না। এই দুটি পার্থক্য ছাড়া প্রবেশক বিষ্কম্ভকেরই মত অতীত বা অনাগত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সূচক।

চূলিকার লক্ষণ—"অন্তর্জবনিকাসংস্থৈঃ সূচনার্থস্য চূলিকা।"

অর্থাৎ, যে অর্থোপক্ষেপকে যবনিকার অন্তরাল থেকে অর্থাৎ নেপথ্য থেকে কোন পাত্রপাত্রী কর্তৃক অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয় সূচিত হয়, তাকে চূলিকা বলা হয়। যেমন—ভবভূতির মহাবীরচরিতের চতুর্থ অংকের প্রথমে নেপথ্য থেকে কয়েকজন নাটকীয় পাত্র কর্তৃক—"ভো ভো বৈমানিকাঃ! প্রবর্তন্তাং রঙ্গমঙ্গলানি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা 'শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক পরশুরাম জিত হয়েছেন'—এই বিষয়টি সূচিত হয়েছে।

অংকাবতারের লক্ষণ—

"অংকান্তে সূচিতঃ পাত্রৈস্তদংকস্যাবিভাগতঃ।
যত্রাংকোঽবতরত্যেষোঽংকাবতার ইতি স্মৃতঃ।"

অর্থাৎ, কোন অংকের শেষ অংশে সেই অংকের সাথে ভেদ না রেখে যদি পাত্রগণ কর্তৃক পরের অংকটি সূচিত হয়, তবে যে অংশে পরের অংকটির অবতারণা ঘটে, সেই অংশটিকে অংকাবতার শ্রেণীর অর্থোপক্ষেপক বলে। উদাহরণ—শকুন্তলার পঞ্চম অংকের শেষে ধীবর বৃত্তান্ত। এর অঙ্গরূপে বা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহরূপে ষষ্ঠ অংকের সূচনা হয়েছে।

অংকমুখের লক্ষণ—

"যত্র স্যাদংক একস্মিন্নংকানাং সূচনাখিলা।
তদংকমুখমিত্যাহুর্বীজার্থখ্যাপকঞ্চ তৎ।।"

অর্থাৎ, একই অংকের একটি অংশে যদি সব অংকের সামগ্রিক সূচনা হয় এবং তা বীজার্থখ্যাপক হয়, তবে তাকে অংকমুখ শ্রেণীর অর্থোপক্ষেপক বলা হয়। যেমন—ভবভূতির মালতীমাধব প্রকরণের প্রথম অংকের প্রথম অংশে কামন্দকী, অবলোকিতা, ভূরিবসু প্রভৃতি পাত্রপাত্রী ভাবী ভূমিকার এবং প্রসঙ্গক্রমে সমগ্র কথাবস্তুর সূচনা করেছে।

আচার্য ধনিকের মতে কোন অংকের শেষ অংশে প্রবিষ্ট পাত্রগণ কর্তৃক পূর্ব অংক থেকে বিচ্ছিন্ন পরবর্তী অংকের বিষয় সূচিত হলে তাকে অংকাস্য নামক এক পৃথক শ্রেণীর অর্থোপক্ষেপক বলা হয়। অন্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, অংকাবতার আর অংকাস্য একই শ্রেণীর। তাই অংকাস্য নামক পৃথক কোন অর্থোপক্ষেপক স্বীকারের প্রয়োজন নেই। অর্থোপক্ষেপক

Scanned by CamScanner

প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে, এতেও নায়কের বধের কথা বলা যাবে না এবং রস ও বস্তুর পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটানো যাবে না। এই কারণে সংস্কৃতে ভাসের উরুভঙ্গ ছাড়া আর কোন বিয়োগান্ত নাটক (ট্রাজেডি) নেই। এতেও দুর্যোধনের মৃত্যুর কথা বলা হয়নি।

অর্থপ্রকৃতি—অর্থ মানে প্রয়োজন আর প্রকৃতি মানে হেতু। সুতরাং অর্থপ্রকৃতি মানে নাটকের প্রয়োজনসিদ্ধির হেতু। অন্যভাবে বলা যায়—অর্থ মানে বিষয় আর প্রকৃতি মানে উপাদান। সুতরাং অর্থপ্রকৃতি মানে নাটকের বিষয়বস্তুর উপাদান। অর্থপ্রকৃতি পাঁচপ্রকার—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। বিশ্বনাথ বলেছেন—

"বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি।।"

বীজ—নাটক মাত্রেরই একটি প্রধান উদ্দেশ্য বা মুখ্য ফল থাকে যাকে কার্য বলা হয়। কার্যসিদ্ধির প্রথম হেতুকে বীজ বলা হয়। এই বীজ থেকে নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হয়। আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"অল্পমাত্রং সমুদ্দিষ্টং বহুধা যদ্ বিসর্পতি।
ফলস্য প্রথমো হেতুর্বীজং তদভিধীয়তে।।"

অর্থাৎ, অল্পমাত্র প্রদর্শিত হয়েও যা বহুভাবে বিস্তৃত হয়ে নাটকীয় ফল বা কার্যসিদ্ধির প্রথম হেতু হয়, তাকে নাটকের বীজ বলে। উদাহরণ—বেণীসংহার নাটকে ভীমসেনের ক্রোধের দ্বারা যুধিষ্ঠিরের উৎসাহ বৃদ্ধি যা দ্রৌপদীর বেণীসংহার অর্থাৎ কেশবন্ধনের প্রথম হেতু।

বিন্দু—বীজ সহজে মহীরুহে পরিণত হয় না। নাটকীয় বীজও তেমনি নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়ে ফলে পরিণতি লাভ করে। তাই বিন্দু প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। বিন্দুর লক্ষণ-নির্দেশ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন—

"অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।"

অর্থাৎ, আনুষঙ্গিক কোন কার্যের দ্বারা প্রধান প্রয়োজনের বিচ্ছেদ ঘটলেও যা নাটকীয় কাহিনীর বিচ্ছেদহীনতার কারণ হয়, তাকেই বলা হয় বিন্দু। বিন্দুর জন্যই নাটকের মুখ্য বিষয়ের সংহতি বজায় থাকে, বিশৃঙ্খলতা আসে না এবং মুখ্য ঘটনাপ্রবাহ দ্রুততর হয়। উদাহরণ—রত্নাবলী নাটকে অনঙ্গপূজার সমাপ্তিতে প্রধান প্রয়োজনের বিচ্ছেদ ঘটলে 'চন্দ্রকিরণের ন্যায় উদয়নের চরণযুগল দর্শনে সমুৎসুক'—বন্দিগণের এই কথা শুনে সাগরিকা সহর্ষে বললেন—'এই কি সেই রাজা উদয়ন!' এই উক্তিই কাহিনীকে প্রধান প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে পরবর্তী অংশের হেতু হয়ে বিন্দুপদবাচ্য হয়েছে।

পতাকা—প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে নাটকীয় কার্যসিদ্ধির পথ সুগম করতে বহু প্রাসঙ্গিক ঘটনার অবতারণা করতে হয়। নাটকের মুখ্য বিষয়ের উপকারী এরূপ কোন ঘটনা বা প্রাসঙ্গিক কাহিনী নাটকের বহু অংশে বিস্তৃত হলে তাকে পতাকা বলা হয়। তাই আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—"ব্যাপি প্রাসঙ্গিকং বৃত্তং পতাকেত্যভিধীয়তে।" পতাকানায়কের প্রকৃতানুপযোগী নিজস্ব কোন পৃথক ফল থাকে না। বিশ্বনাথ বলেছেন—"পতাকানায়কস্য স্যান্ন স্বকীয়ং ফলান্তরম্।" তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন গর্ভসন্ধি বা বিমর্ষসন্ধিতেই শেষ হয়। মহর্ষি ভরতের মতে

"আ গর্ভাদাবিমর্যাদ্ বা পতাকা বিনিবর্ততে।" আচার্য অভিনব গুপ্তের মতে এখানে পতাকা মানে পতাকানায়কের ফল। উদাহরণ—শকুন্তলায় বিদূষকের কাহিনী।

প্রকরী—নাটকের মুখ্য বিষয়ের উপকারী কোন সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক কাহিনী নাটকের অল্প অংশে থাকলে তাকে প্রকরী বলা হয়। বিশ্বনাথ বলেছেন—"প্রাসঙ্গিকং প্রদেশস্থং চরিতং প্রকরী মতা।" প্রকরীনায়কের প্রকৃতানুপযোগী কোন নিজস্ব পৃথক ফল থাকে না। বিশ্বনাথ বলেছেন—"প্রকরীনায়কস্য ন্যান্ন স্বকীয়ং ফলান্তরম্।" উদাহরণ—কুলপত্যঙ্কে রাবণ-জটায়ু-সংবাদ এবং জটায়ুর মোক্ষ প্রাপ্তি।

কার্য—নাটকের যা সাধ্যবস্তু অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত বিষয়, যার জন্য সকল উদ্যোগ-আয়োজন এবং যার সাফল্যে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে, তারই নাম কার্য অর্থাৎ নাটকের ফল। বিশ্বনাথ বলেছেন—

"অপেক্ষিতং তু যৎ সাধ্যমারম্ভো যন্নিবন্ধনঃ।
সমাপনং তু যৎসিদ্ধ্যৈ তৎ কার্যমিতি সংমতম্।।"

অবস্থা

নাটক ঘটনাবহুল সমস্যাসঙ্কুল বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। নদীপ্রবাহের তথা জীবনের ঘটনা-প্রবাহের মত নাটকের ঘটনাপ্রবাহও নানা সময়ে নানা অবস্থায় উপনীত হয়। এগুলিকে নাটকে অবস্থা বলা হয়। ফলাভিলাষী ব্যক্তির আরব্ধ কার্যের অবস্থা পাঁচ প্রকার—আরম্ভ, যত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। তাই বিশ্বনাথ বলেছেন—

"অবস্থা পঞ্চ কার্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
আরম্ভো যত্নঃ প্রাপ্ত্যাশা নিয়তাপ্তিঃ ফলাগমঃ।।"

নিচে এগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

আরম্ভ—নাটকের মুখ্য ফললাভের জন্য ঔৎসুক্যই আরম্ভ। বিশ্বনাথ বলেছেন—"ভবেদারম্ভ ঔৎসুক্যং যন্মুখ্যফলসিদ্ধয়ে"। এই অংশেই নাটকীয় ঘটনার সূচনা হয় এবং নাটকীয় বীজ বপন করা হয়।

প্রযত্ন—আচার্য বিশ্বনাথ প্রযত্নের লক্ষণনির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—"প্রযত্নস্তু ফলাবাপ্তৌ ব্যাপারোঽতিত্বরান্বিতঃ।" অর্থাৎ, ফললাভের জন্য অতিত্বরান্বিত চেষ্টার নাম প্রযত্ন। নাটকের কাহিনীর এই দ্বিতীয় অবস্থায় ফলপ্রাপ্তির পথে নানা প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয় এবং তা অতিক্রম করে ফললাভের জন্য পাত্র-পাত্রীদের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যোগ ক্রমশঃ বর্ধিত হয় এবং নাটকীয় গতিবেগ ত্বরান্বিত হয়।

প্রাপ্ত্যাশা—নাট্যকাহিনীর যে অবস্থায় আশা-নিরাশা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তের মধ্যে অবশেষে আশার আলো অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেই অবস্থাকে বলা হয় প্রাপ্ত্যাশা। বিশ্বনাথ বলেছেন—"উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবঃ।"

নিয়তাপ্তি—নাট্যকাহিনীর যে অবস্থায় অপায় অর্থাৎ বিঘ্ন বা প্রতিকূলতা কেটে গিয়ে ফলপ্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে যায়, তাকে নিয়তাপ্তি বলা হয়। বিশ্বনাথ বলেছেন—

"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিস্তু নিশ্চিতা।।"

Scanned by CamScanner

ফলাগম—নাট্যকাহিনীর যে অবস্থায় সমগ্র ফলোদয় সংঘটিত হয়, তাকেই বলা হয় ফলযোগ। বিশ্বনাথ বলেছেন—"সাবস্থা ফলযোগঃ স্যাদ্ যঃ সমগ্রফলোদয়ঃ।" এই অবস্থায় নাটকীয় উদ্যোগ নির্বিঘ্নে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়ে আকাঙ্ক্ষিত ফল দান করে।

সন্ধি

নাট্যকাহিনীর পাঁচটি উপাদান—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য। এগুলি পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। সেগুলি হল—প্রারম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়তাপ্তি ও ফলাগম। এই পাঁচটি উপাদান ও পাঁচটি অবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকে পঞ্চ সন্ধি। সন্ধি মানে সংযোগ। নাটকীয় ঘটনা আবর্তন-বিবর্তন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংশয়-সংকটে ভরা। এই বক্র ঘটনাপ্রবাহের দুটি বাঁকের মধ্যেকার সংযোগকেই সন্ধি বলা যায়। নাটকের কাহিনীসূত্র যাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সন্ধিহীন দেহের মত বিকলাঙ্গ না হয়ে পড়ে তাই নাটকে সন্ধি অপরিহার্য। বিশ্বনাথের মতে পূর্বোক্ত পাঁচটি অবস্থা অনুসারে যথাক্রমে নাট্যকাহিনীর যে পাঁচটি ভাগ থাকে সেগুলিকেই পঞ্চসন্ধি বলে। তিনি বলেছেন—

> **"যথাসংখ্যমবস্থাভিরাভির্যোগাত্তু পঞ্চভিঃ।**
> **পঞ্চধৈবেতিবৃত্তস্য ভাগাঃ স্যুঃ পঞ্চ সন্ধয়ঃ।।**
> **অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি।"**

সন্ধি পাঁচ প্রকার—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি বা নির্বহণ।

মুখসন্ধি—মুখসন্ধির লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

> **"যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।**
> **প্রারম্ভেণ সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্।।"**

অর্থাৎ, নাটকের যে অংশে আরম্ভ নামক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নানা রসসম্ভাবনাযুক্ত বীজ নামক অর্থপ্রকৃতির উৎপত্তি ঘটে, তাকেই মুখসন্ধি বলা হয়। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে নাটকের শুরু। এর উপক্ষেপ, পরিকর ইত্যাদি বারটি অঙ্গ আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের কার্য বা ফল হল দুষ্যন্ত-শকুন্তলার আন্তরপ্রেমে স্থায়ী দাম্পত্য মিলন। তার বীজ উভয়ের পারস্পরিক অনুরাগের সঞ্চার। সুতরাং দক্ষিণবাহুস্পন্দনে বরনারীলাভের আশা নিয়ে দুষ্যন্তের কণ্বাশ্রমে প্রবেশ থেকে হস্তীবৃত্তান্ত পর্যন্ত মুখসন্ধি। হস্তীপ্রবেশে বিষয়ান্তর সূচিত হল। শকুন্তলার টীকাকার রাঘবভট্টের মতে প্রথম অংকের শুরু থেকে দ্বিতীয় অংকের "উভৌ পরিক্রম্যো-পবিষ্টৌ" পর্যন্ত মুখসন্ধির বিস্তার।

প্রতিমুখসন্ধি—প্রতিমুখসন্ধির লক্ষণ নির্দেশ করতে বিশ্বনাথ বলেছেন—

> **"ফলপ্রধানোপায়স্য মুখসন্ধিনিবেশিনঃ।**
> **লক্ষ্যালক্ষ্য ইবোদ্ভেদো যত্র প্রতিমুখঞ্চ তৎ।"**

অর্থাৎ, নাটকের যে অংশে মুখসন্ধিতে উপ্ত বীজ কখনো লক্ষিত আবার কখনো বা অলক্ষিতভাবে একবার অনুকূল আবার প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তাকে বলা হয় প্রতিমুখ সন্ধি। এই সন্ধিতে নায়ক-নায়িকার অধিকতর প্রযত্ন লক্ষ্য করা যায়। এই অংশে বিন্দু নামক

অর্থপ্রকৃতির সাথে প্রযত্ন নামক অবস্থার সংযোগ ঘটে। শকুন্তলায় হস্তীবৃত্তান্তে অনুরাগবীজের বিকাশে বাধা, দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধব্যের সাথে দুষ্যন্তের কথোপকথনে সুপ্ত বীজের প্রকাশ, রাক্ষস বৃত্তান্ত ও রাজমাতার আহ্বানে বাধা এবং ঋষিদের আবেদনে দুষ্যন্তের আবার কণ্বাশ্রমপ্রবেশে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি পর্যন্ত প্রতিমুখ সন্ধির বিস্তার বলা চলে। রাঘবভট্টের মতে অবশ্য "মাধব্য! অনবাপ্তচক্ষুঃ-ফলোঽসি" থেকে তৃতীয় অংকের শেষ পর্যন্ত প্রতিমুখসন্ধি বিস্তৃত। এর বিলাসাদি তেরটি অঙ্গ আছে।

গর্ভসন্ধি—গর্ভসন্ধির লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

> **"ফলপ্রধানোপায়স্য প্রাগুদ্ভিন্নস্য কিঞ্চন।**
> **গর্ভো যত্র সমুদ্ভেদো হ্রাসান্বেষণবান্ মুহুঃ।।"**

অর্থাৎ, নাটকের যে অংশে প্রতিমুখসন্ধিতে কিঞ্চিৎ প্রকাশিত বীজটি পুনঃ পুনঃ হ্রাস ও অন্বেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাকে বলা হয় গর্ভসন্ধি। ফলের গর্ভীকরণের কারণেই এই নাম। বিশ্বনাথ তাই বলেছেন—"ফলস্য গর্ভীকরণাদ্ গর্ভঃ।" এই সন্ধিতে পতাকা নামক অর্থপ্রকৃতির সাথে প্রাপ্ত্যাশা নামক অবস্থার সংযোগ ঘটে। নষ্টোন্মুখ বীজটিকে রক্ষা করার এক সুতীব্র প্রচেষ্টা থাকায় এখানে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এখানে নায়ক-নায়িকা মুহুর্মুহুঃ সংকটের সম্মুখীন হয় বলে দর্শকচিত্ত দারুণ সংশয়-আশঙ্কা-উত্তেজনায় ভরে থাকে এবং তাই নাটকের চরম উৎকর্ষ ঘটে। এই সন্ধির অভূতাহরণাদি তেরটি অঙ্গ আছে। শকুন্তলায় তৃতীয় অংকে দুষ্যন্তের কণ্বাশ্রমে থাকায় নায়ক-নায়িকার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি, দুষ্যন্তের শকুন্তলাকে অন্বেষণ এবং তাকে অসুস্থ দেখে বিমর্ষতা, শকুন্তলার অনুরাগ জেনে মিলনের আশা ও সাময়িক মিলন, গৌতমীর আবির্ভাবে বিচ্ছেদ, গান্ধর্ববিবাহে নিশ্চিন্ততা আবার দুর্বাসার অভিশাপে প্রতিকূলতা ইত্যাদি থেকে পঞ্চম অঙ্কে দুষ্যন্তের নামাঙ্কিত আংটি দেখাতে শকুন্তলার ব্যর্থতা পর্যন্ত গর্ভসন্ধির বিস্তার। রাঘবভট্টের মতে অবশ্য চতুর্থ অঙ্কের শুরু থেকে গর্ভসন্ধির আরম্ভ এবং শকুন্তলার আংটি দেখাতে ব্যর্থতায় শেষ।

বিমর্ষসন্ধি—বিমর্ষসন্ধির লক্ষণনির্দেশ করতে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

> **"যত্র মুখ্যফলোপায় উদ্ভিন্নো গর্ভতোঽধিকঃ।**
> **শাপাদ্যৈঃ সান্তরায়শ্চ স বিমর্ষ ইতি স্মৃতঃ।।"**

অর্থাৎ, নাটকের যে অংশে মুখ্যফলের উপায় বীজ গর্ভসন্ধি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হলেও শাপাদিবাধাযুক্ত থাকে, তাকে বিমর্ষসন্ধি বলা হয়। মুখ্য ফললাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েও শাপাদি দ্বারা তা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এই অংশে নাটকীয় পাত্র-পাত্রী বিশেষভাবে চিন্তিত ও বিমর্ষ হয়ে পড়ে বলেই এই নাম। এই অংশে থাকে ফলপ্রাপ্তির শেষ বাধা। এখানে প্রকরী নামক অর্থপ্রকৃতির সাথে নিয়তাপ্তি নামক অবস্থার সংযোগ ঘটে। এই সন্ধির অপবাদাদি তেরটি অঙ্গ আছে। অঙ্গুরীয়ক দেখাতে ব্যর্থ হবার ফলে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যাতা হতে হল। পরে অঙ্গুরীয়কটি দুষ্যন্ত পেলেও শকুন্তলা তখন নিখোঁজ। সানুমতীর কাছ থেকে জানা গেল, দেবতারা দুষ্যন্ত-শকুন্তলার মিলন ঘটাতে সচেষ্ট এবং তারপর দেবরাজের আহ্বানে দুষ্যন্তের স্বর্গগমনে মিলনের পথ প্রায় নিষ্কণ্টক হওয়া পর্যন্ত বিমর্ষসন্ধির বিস্তার।

Scanned by CamScanner

নির্বহণসন্ধি—নির্বহণসন্ধির লক্ষণ নির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"বীজবন্তো মুখাদ্যর্থা বিপ্রকীর্ণা যথাযথম্।
একার্থমুপনীয়ন্তে যত্র নির্বহণং হি তৎ।।"

অর্থাৎ, মুখসন্ধিতে যথাযথভাবে উপন্যস্ত বীজ দ্বারা যুক্ত বিষয়সমূহ নাটকের যে অংশে একার্থে অর্থাৎ ফললাভরূপ একটিমাত্র প্রয়োজনে উপনীত হয়, তাকে নির্বহণ সন্ধি বলা হয়। নাটকীয় ব্যাপার এই অংশে শেষ হয় বলে এর অপর নাম উপসংহৃতি। এই অংশে অন্য চারটি সন্ধির বিক্ষিপ্ত বিষয়সমূহ একটিমাত্র মুখ্য প্রয়োজনসাধনে সচেষ্ট হয়। এখানে কার্য নামক অর্থপ্রকৃতির সাথে ফলাগম নামক অবস্থার সংযোগ ঘটে। এই সন্ধির আবার সন্ধি, বিরোধ, প্রভৃতি চোদ্দটি অঙ্গ আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তলমের সমগ্র সপ্তম অঙ্কটিতে নির্বহণ সন্ধির বিস্তার। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার সপুত্র আন্তর স্বর্গীয় প্রেমের মিলনে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাশ্চাত্য নাটকেও ঘটনার প্রকৃতির অনুরূপ পাঁচটি বিভাগ দেখা যায়। যথা—(i) Inroduction (ii) Rising Action, Growth বা Complication, (iii) Climax, Crisis বা Turning Point, (iv) Fall Action, Resolution বা Denouement এবং (v) Conclusion।

প্রকরণ

সংস্কৃত রূপকের অন্যতম ভেদ প্রকরণ। এর লক্ষণনির্দেশ করতে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"ভবেৎ প্রকরণে বৃত্তং লৌকিকং কবিকল্পিতম্।
শৃঙ্গারোঽঙ্গী নায়কস্তু বিপ্রোঽমাত্যোঽথবা বণিক্।।
সাপায়ধর্মকামার্থপরো ধীরপ্রশান্তকঃ।
নায়িকা কুলজা ক্বাপি বেশ্যা ক্বাপি দ্বয়ং ক্বচিৎ।।
তেন ভেদাস্ত্রয়স্তস্য তত্র ভেদস্তৃতীয়কঃ।
কিতবদ্যূতকারাদি- বিটচেটকসঙ্কুলঃ।।"

প্রকরণের বিষয়বস্তু বা কাহিনী হবে লৌকিক অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সম্বন্ধে এবং তা হবে কবিকল্পিত। এর মুখ্য রস হবে শৃঙ্গার এবং নায়ক হবেন কোন ব্রাহ্মণ, অমাত্য অথবা বণিক। তিনি ধীরপ্রশান্ত শ্রেণীর নায়ক হবেন এবং ধর্ম, অর্থ ও কামে আসক্ত হবেন। মৃচ্ছকটিক প্রকরণের নায়ক ব্রাহ্মণ, মালতীমাধবের নায়ক অমাত্য এবং পুষ্পভূষিতের নায়ক বণিক। প্রকরণের নায়িকা হবেন কোন ক্ষেত্রে কুলস্ত্রী, কোন ক্ষেত্রে গণিকা আবার কোথাও বা উভয়েই। সুতরাং নায়িকা ভেদে প্রকরণ তিন প্রকার। পুষ্পভূষিতে নায়িকা কুলস্ত্রী, রঙ্গবৃত্তে নায়িকা গণিকা এবং মৃচ্ছকটিকে আছে উভয়শ্রেণীর নায়িকা। এর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর প্রকরণে ধূর্ত, জুয়াড়ী অক্ষক্রীড়ক, বিট, চেট (চাকর) প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্র দেখা যায়। প্রকরণের অন্যান্য বিষয় নাটকেরই অনুরূপ। উভয়ের মূল পার্থক্য বিষয়বস্তুগত এবং নায়ক-নায়িকাগত। প্রকরণে

সাধারণ মানুষ ও তাদের সমাজজীবন প্রাধান্য পেয়েছে, গণিকাও নায়িকার মর্যাদা লাভ করেছে, মৃচ্ছকটিকে বধূর মর্যাদা পেয়েছে।

ব্যায়োগ

ব্যায়োগ একশ্রেণীর রূপক তথা দৃশ্যকাব্য। এর লক্ষণ নির্দেশ করতে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"খ্যাতেতিবৃত্তো ব্যায়োগঃ স্বল্পস্ত্রীজনসংযুতঃ।
হীনো গর্ভবিমর্ষাভ্যাং নরৈর্বহুভিরাশ্রিতঃ।।
একাঙ্কশ্চ ভবেদস্ত্রীনিমিত্তসমরোদয়ঃ।
কৌশিকীবৃত্তিরহিতঃ প্রখ্যাতস্তত্র নায়কঃ।।
রাজর্ষিরথ দিব্যো বা ভবেদ্ ধীরোদ্ধতশ্চ সঃ।
হাস্যশৃঙ্গারশান্তেভ্য ইতরেঽত্রাঙ্গিনো রসাঃ।।"

ব্যায়োগের ইতিবৃত্ত বা কাহিনী হবে ইতিহাস-পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ কোন কাহিনী, কবিকল্পিত নয়। এতে স্ত্রীচরিত্র খুব কম থাকবে এবং গর্ভসন্ধি ও বিমর্ষসন্ধি থাকবে না। এতে বহু মানব চরিত্রের সমাবেশ থাকবে। ব্যায়োগ একটি একাঙ্ক রূপক। এতে রমণীর জন্য ছাড়া অন্য কোন কারণে যুদ্ধের উদ্ভবের কাহিনী থাকবে এবং কৌশিকী বৃত্তির প্রয়োগ থাকবে না। বিখ্যাত কোন রাজর্ষি বা দেবতা, কোন ধীরোদ্ধত শ্রেণীর পুরুষ ব্যায়োগের নায়ক হবেন। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্ত রস ছাড়া অন্য কোন রস হবে এর মুখ্য রস। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে ব্যায়োগ নাটকেরই অনুরূপ। ব্যায়োগের উদাহরণ—সৌগন্ধিকাহরণম্। ব্যায়োগ একাঙ্ক দৃশ্যকাব্য বলে এতে একটি-মাত্র অঙ্কেই মুখসন্ধি, প্রতিমুখসন্ধি ও নির্বহণসন্ধি এবং বীজ ও কার্য (ফললাভ) প্রদর্শিত হয়। ব্যায়োগে সুকুমার হৃদয়বৃত্তির পরিচয় থাকে না।

বীথী

বীথীর লক্ষণনির্দেশ করতে বিশ্বনাথ বলেছেন—

"বীথ্যামেকো ভবেদঙ্কঃ কশ্চিদেকোঽত্র কল্প্যতে।
আকাশভাষিতৈরুক্তৈশ্চিত্রাং প্রত্যুক্তিমাশ্রিতঃ।।
সূচয়েদ্ ভূরি শৃঙ্গারং কিঞ্চিদন্যান্ রসান্ প্রতি।
মুখনির্বহণে সন্ধী অর্থপ্রকৃতয়োঽখিলাঃ।।"

বীথী একশ্রেণীর একাঙ্ক রূপক। এর নায়ক হবেন উত্তম, মধ্যম বা অধম—যে কোন শ্রেণীর একজন ব্যক্তি। এতে আকাশভাষিত নামক নাট্যোক্তির মাধ্যমে বিচিত্র উক্তিপ্রত্যুক্তি রচনা করে প্রচুর পরিমাণে শৃঙ্গার রসের এবং অল্প পরিমাণে অন্যান্য রসের সূচনা থাকবে। এতে কেবল মুখসন্ধি ও নির্বহণসন্ধি থাকবে। তবে এতে পাঁচপ্রকার অর্থপ্রকৃতিই থাকবে। শৃঙ্গারবহুল বলে বীথী কৌশিকীবৃত্তিবহুল হয়। এই শ্রেণীর রূপককে তরুবীথীর মত নানাপ্রকার রস মালার মত থাকে বলে একে বীথী বলা হয়। এতে একজন বা দুজন মাত্র পাত্র থাকে। উদাহরণ—

Scanned by CamScanner

মালবিকা। পণ্ডিতগণের মতে বীথীর অবশ্যই তেরটি অঙ্গ থাকবে। যথা—উদ্‌ঘাত্যক, অবলগিত, প্রপঞ্চ, ত্রিগত, ছল, বাক্‌কেলি, অধিবল, গণ্ড, অবস্যন্দিত, নালিকা, অসৎ প্রলাপ, ব্যাহার ও মার্দব।

প্রহসন

প্রহসন একপ্রকার রূপক তথা দৃশ্যকাব্য। এর লক্ষণনির্দেশ করতে বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্য-দর্পণে বলেছেন—

"ভাণবৎ সন্ধিসন্ধ্যঙ্গলাস্যাঙ্গাঙ্কৈ র্বিনির্মিতম্।
ভবেৎ প্রহসনং বৃত্তং নিন্দ্যানাং কবিকল্পিতম্।।
অত্র নারভটী নাপি বিষ্কম্ভকপ্রবেশকৌ।
অঙ্গী হাস্যরসস্তত্র বীথ্যঙ্গানাং স্থিতির্ন বা।।
তপস্বিভগবদ্‌বিপ্রপ্রভৃতিষ্বত্র নায়কঃ।
একো যত্র ভবেদ্ ধৃষ্টো হাস্যং তচ্ছুদ্ধমুচ্যতে।।
আশ্রিত্য কঞ্চনজনং সংকীর্ণমিতি তদ্বিদুঃ।।
বৃত্তং বহূনাং ধৃষ্টানাং সংকীর্ণং কেচিদূচিরে।
তৎ পুনর্ভবতি দ্ব্যঙ্কমথবৈকাঙ্ক বিনির্মিতম্।।"

প্রহসন শ্রেণীর রূপকে সন্ধি, সন্ধ্যঙ্গ, লাস্যাঙ্গ ও অঙ্কসংখ্যা ভাণেরই মত। অর্থাৎ প্রহসনে কেবল মুখসন্ধি ও নির্বহণ সন্ধি ও তাদের অঙ্গগুলি থাকে। তাছাড়া এতে দশটি লাস্যাঙ্গ এবং একটিমাত্র অঙ্ক থাকে। প্রহসনে নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের কাহিনী কবিকল্পনার সাহায্যে উপস্থাপিত হয়। এতে আরভটী বৃত্তির এবং বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের স্থান নেই। এর অঙ্গী বা মুখ্য রস হবে হাস্যরস এবং এতে বীথী শ্রেণীর রূপকে যে তেরটি অঙ্গ আবশ্যক সেগুলি থাকতে পারে। প্রহসনের নায়ক হবেন কোন তপস্বী, সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমাজের উচ্চশ্রেণীর বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বস্তুতঃ এরূপ ব্যক্তিগণের নষ্টাচার-ভ্রষ্টাচারে সমাজের অধঃপতন ঘটলে তাঁদের অসঙ্গত-অশোভন আচরণকে ব্যঙ্গ করেই প্রহসন রচিত হয়। এর মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেওয়া হয়। যে প্রহসনে একজন ধৃষ্ট নায়ক থাকে, তাকে বলা হয় শুদ্ধ প্রহসন। যেমন—কন্দর্পকেলি। ধৃষ্ট ব্যতীত অন্য কাউকে নিয়ে রচিত প্রহসন হল সংকীর্ণ বা মিশ্র প্রহসন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে অবশ্য বহু ধৃষ্ট ব্যক্তির কাহিনী থাকলে সংকীর্ণ প্রহসন হয় এবং তাতে দুটি অঙ্কও থাকতে পারে। যেমন—লটকমেলক ইত্যাদি। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনির মতে যে প্রহসনে গণিকা, চেট, নপুংসক, বিট, ধূর্ত, সুদখোর মহাজন প্রভৃতির বৃত্তান্ত এবং স্বাভাবিক বেশভূষা ও আচরণের বর্ণনা থাকে, তাকেই সংকীর্ণ শ্রেণীর প্রহসন বলে। আচার্য বিশ্বনাথের মতে বিকৃত প্রহসন নামে আরো একশ্রেণীর প্রহসন আছে যাতে বিট, চারণগায়ক, যোদ্ধা প্রভৃতির বেশভূষা ও ভাষা অবলম্বন করে ক্লীব, কঞ্চুকী ও তপস্বী অভিনয় করে। তিনি বলেছেন—

"বিকৃতং তু বিদুর্যত্র ষণ্ডকঞ্চুকিতাপসাঃ।
ভুজঙ্গচারণভটপ্রভৃতের্বেশবাগ্‌যুতাঃ।।"

নাটিকা

নাটিকা একপ্রকার উপরূপক। এর লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"নাটিকা কৢপ্তবৃত্তা স্যাৎ স্ত্রীপ্রায়া চতুরঙ্কিকা।
প্রখ্যাতো ধীরললিতস্তত্র স্যান্নায়কো নৃপঃ।।
স্যাদন্তঃপুরসম্বন্ধা সঙ্গীতব্যাপৃতাথবা।
নবানুরাগা কন্যাত্র নায়িকা নৃপবংশজা।।
সম্প্রবর্তেত নেতাস্যাং দেব্যাস্ত্রাসেন শঙ্কিতঃ।
দেবী ভবেৎ পুনর্জ্যেষ্ঠা প্রগল্‌ভা নৃপবংশজা।।
পদে পদে মানবতী তদ্বশঃ সঙ্গমো দ্বয়োঃ।
বৃত্তিঃ স্যাৎ কৌশিকী স্বল্পবিমর্ষাঃ সন্ধয়ো পুনঃ।।"

নাটিকার বিষয়বস্তু বা কাহিনী হবে কবিকল্পিত। নাটকের ও প্রকরণের ভাবানুরূপ বলে নাটিকাকে উপরূপক বলা হয়, রূপক বলা হয় না। ইহা স্ত্রীচরিত্রবহুল এবং এতে চারটি অঙ্ক থাকে। নাটিকার নায়ক হবেন ধীরললিত শ্রেণীর কোন বিখ্যাত রাজা এবং নায়িকা হবেন অন্তঃপুরবাসিনী, সঙ্গীতনিপুণা ও নব-অনুরাগসম্পন্না কোন রাজকন্যা। নায়ক মহিষীর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকবেন। মহিষী হবেন বয়সে জ্যেষ্ঠা, প্রগল্‌ভা, রাজবংশজাতা ও পদে পদে মানবতী। নায়ক-নায়িকার মিলন হবে তাঁরই অনুমতিসাপেক্ষ। নাটিকার বৃত্তি হবে কৌশিকী। এতে পঞ্চসন্ধিই থাকে, তবে বিমর্ষ সন্ধি হয় স্বল্পবিস্তৃত। শ্রীহর্ষের রত্নাবলী এবং রাজশেখরের বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ত্রোটক

ত্রোটক একশ্রেণীর উপরূপক। এর লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ বলেছেন—

"সপ্তাষ্টনবপঞ্চাঙ্কং দিব্যমানুষসংশ্রয়ম্।
ত্রোটকং নাম তৎ প্রাহুঃ প্রত্যঙ্কং সবিদূষকম্।।"

অর্থাৎ, পাঁচ, সাত, আট বা নয় অঙ্কবিশিষ্ট, দিব্যপুরুষ ও মানুষের বৃত্তান্ত অবলম্বনে বিরচিত এবং প্রতি অঙ্কেই বিদূষকের উপস্থিতিযুক্ত উপরূপককে বলা হয় ত্রোটক। বলা হয়—"ত্রোটয়তি নিজোৎকর্ষেণান্যদ্রূপকং খর্বীকরোতীতি ত্রোটকম্।" অর্থাৎ, স্বীয় উৎকর্ষে অন্য রূপককে খর্ব করে বলে এর নাম ত্রোটক। প্রতি অঙ্কেই নায়কের শৃঙ্গারসহায় বিদূষকের উপস্থিতি থাকায় ত্রোটকের মুখ্য রস শৃঙ্গার। অবশ্য মহাকবি কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয়ম্ পঞ্চাঙ্ক ত্রোটকরূপে বিখ্যাত হলেও তার প্রথম ও চতুর্থ অঙ্কে বিদূষক অনুপস্থিত। তবে সমগ্র নাট্যকাহিনীতে বিদূষকের প্রাধান্য আছে। ত্রোটকে সাধারণতঃ স্বর্গের কোন নায়িকার সাথে মর্তের মানুষের মিলন দেখান হয়। সপ্তাঙ্ক ত্রোটকের উদাহরণ স্তম্ভিতরম্ভম্।

Scanned by CamScanner

গদ্য ও গদ্যকাব্য

গদ্যের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—"বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্"। অর্থাৎ, যে রচনায় ছন্দের গন্ধও থাকে না, তাকে বলা হয় গদ্য। তাঁর মতে গদ্যরচনা চারপ্রকার—মুক্তক, বৃত্তগন্ধি, উৎকলিকাপ্রায় ও চূর্ণক। সমাসবিহীন গদ্যরচনাকে বলা হয় মুক্তক। যেমন—'গুরুর্বচসি পৃথুরুরসি..." ইত্যাদি। যে গদ্যরচনার কোন অংশকে কোন বৃত্তচ্ছন্দের চরণের মত মনে হয়, তাকে বৃত্তগন্ধি বলা হয়। যেমন—"সমরকণ্ডুরন-নিবিড়-ভুজদণ্ড-কুণ্ডলীকৃত-কোদণ্ড-শিঞ্জিনীটংকারোজ্জাগরিতবৈরিনগর" ইত্যাদি রচনায় 'কুণ্ডলীকৃতকোদণ্ড' অংশটি অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত পদ্যের একটি চরণের তুল্য। দীর্ঘসমাসবহুল গদ্যরচনা হল উৎকলিকাপ্রায় শ্রেণীর। যেমন—অনিশ-বিসুমর-নিশিত-শর-বিসর-বিদলিত-সমর-পরিগত-প্রবর-পরবল" ইত্যাদি। অল্পসমাসযুক্ত গদ্যরচনাকে চূর্ণক বলা হয়। যেমন—"গুণরত্নসাগর! জগদেকনাগর! কামিনীমদন! জনরঞ্জন!" ইত্যাদি।

গদ্যকাব্যকে কথা ও আখ্যায়িকাভেদে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। কথাকাব্যের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—

"কথায়াং সরসং বস্তু গদ্যৈরেব বিনির্মিতম্।
ক্বচিদত্র ভবেদার্যা ক্বচিদ্ বক্ত্রাপবক্ত্রকে।।
আদৌ পদ্যৈর্নমস্কারঃ খলাদের্বৃত্তকীর্তনম্।"

অর্থাৎ সরস (মুখ্যতঃ শৃঙ্গাররসপূর্ণ) গদ্যে রচিত কাব্যকে কথাশ্রেণীর গদ্যকাব্য বলা হয়। এতে অবশ্য কোন কোন অংশে আর্যা, বক্ত্র বা অপরবক্ত্র নামক জাতিচ্ছন্দে রচিত কিছু কিছু পদ্য থাকতে পারে। এই শ্রেণীর কাব্যের প্রারম্ভে পদ্যে রচিত নমস্কার এবং খল ব্যক্তি প্রভৃতির আচরণের বর্ণনা থাকে। কথাশ্রেণীর গদ্যকাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাণভট্টের কাদম্বরী।

আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্যের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ বলেছেন—

"আখ্যায়িকা কথাবৎ স্যাৎ কবের্বংশানুকীর্তনম্।।
অস্যামন্যকবীনাঞ্চ বৃত্তং পদ্যং ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
কথাংশানাং ব্যবচ্ছেদ আশ্বাস ইতি বধ্যতে।।
আর্যাবক্ত্রাপবক্ত্রাণাং ছন্দসা যেন কেনচিৎ।
অন্যাপদেশেনাশ্বাস মুখে ভাব্যর্থসূচনম্।।"

অর্থাৎ, আখ্যায়িকা হল কথারই মত একশ্রেণীর গদ্যকাব্য। এতে কবির নিজের বংশের বা অন্য কবির বৃত্তান্ত থাকে এবং মাঝে মাঝে কিছু পদ্যও থাকে। আখ্যায়িকার কাহিনী আশ্বাস নামক কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত থাকে এবং আর্যা, বক্ত্র অথবা অপরবক্ত্র ছন্দে রচিত কোন পদ্য দ্বারা প্রতি আশ্বাসের প্রারম্ভে অন্য বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভাবী বিষয়ের সূচনা থাকে। কারো কারো মতে এই কাব্যের কাহিনীর বক্তা হবেন নায়ক নিজে। কিন্তু আচার্য বিশ্বনাথ এই মত মানেন না। আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাণভট্টের হর্ষচরিত।

প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে, আচার্য দণ্ডী গদ্যকাব্যের এই শ্রেণীভেদ মানেন নি। তিনি বলেছেন যে, কাহিনীর পরিচ্ছেদ বিভাগ, বক্তার পার্থক্য বা কোন কোন অংশে ব্যবহৃত ছন্দের পার্থক্য ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীবিভাগের কোন কারণরূপে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং কথা ও আখ্যায়িকা প্রকৃতপক্ষে একশ্রেণীর কাব্যেরই দুটি ভিন্ন নামমাত্র। ("তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।।")। অবশ্য কথার বিষয়বস্তু সরস ও কবিকল্পিত এবং আখ্যায়িকার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ বাস্তব এবং ততটা সরস নয়—এরূপ একটি পার্থক্যই এরূপ প্রচলিত শ্রেণীভেদের কারণ বলে মনে করা যেতে পারে।

চম্পূকাব্য

চম্পূকাব্যের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—"গদ্যপদ্যময়ং কাব্যং চম্পূরিত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ, গদ্যপদ্যময় ভাষায় রচিত কাব্যকে চম্পূকাব্য বলা হয়। গদ্য ও পদ্যের অনুপাত সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম না থাকলেও বলা যায় যে, চম্পূকাব্যে গদ্য ও পদ্য উভয়ই বিষয়বস্তুর বাহক। অথচ পদ্যকাব্যে কাহিনীর মূল বাহন পদ্য এবং গদ্যকাব্যে মূল বাহন গদ্য। সাধারণতঃ পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনেই চম্পূকাব্য রচিত হয়েছে। সিংহাদিত্যের নলচম্পূ, ভোজের রামায়ণ চম্পূ ইত্যাদি বিখ্যাত চম্পূকাব্য।

মহাকাব্য

মহাকাব্যের লক্ষণনির্দেশ প্রসঙ্গে আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন—

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ।।
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে।।
অঙ্গানি সর্বেঽপি রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্ বা সজ্জনাশ্রয়ম্।।
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তস্তেকঞ্চ ফলং ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্বা বস্তুনির্দেশ এব বা।।
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্তনম্।
একবৃত্তময়ৈঃপদ্যৈরবসানেঽ ন্যবৃত্তকৈঃ।।
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে।।
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ।
সন্ধ্যাসূর্যেন্দুরজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ।।

প্রাতর্মধ্যাহ্নমৃগয়া শৈলর্তুবনসাগরাঃ।
সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ।।
রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ।।
কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু।।"

সর্গে বিভক্ত পদ্যে রচিত কাব্যই মহাকাব্য ("সর্গবন্ধো মহাকাব্যম্")। এর নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত শ্রেণীর দেবতা বা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কিংবা একই বংশে জাত বহু রাজা। এর অঙ্গী বা প্রধান রস হবে শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত রস। বাকী সব রসই অঙ্গ বা গৌণরস রূপে থাকবে। এতে মুখ-প্রতিমুখাদি পঞ্চ নাট্যসন্ধি থাকবে। এর বিষয়বস্তু হবে ইতিহাস (রামায়ণ-মহাভারত) থেকে গৃহীত বা অন্য কোন সজ্জনের কাহিনী। এতে ধর্মাদি চতুর্বর্গেরই কথা থাকবে এবং তার মধ্যে একটি বর্গ মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে। মহাকাব্যের প্রারম্ভে থাকবে আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ। এতে কখনো কখনো দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা এবং সাধু ব্যক্তির গুণকীর্তন থাকে। প্রতি সর্গ একপ্রকার ছন্দে রচিত হবে, কেবল সর্গের শেষ অংশে এক বা একাধিক অন্য ছন্দের পদ্য থাকবে। মহাকাব্যে নাতিহ্রস্ব ও নাতিদীর্ঘ আটটির বেশী সর্গ থাকবে। অবশ্য কোন কোন মহাকাব্যে নানা ছন্দে রচিত একটি সর্গ দেখা যায়। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকবে। সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, রাত্রি, প্রদোষ, অন্ধকার, দিন, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, মৃগয়া, পর্বত, ঋতু, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্রণা, পুত্রজন্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ জলকেলি-মধুপানাদি যথাযোগ্য সাঙ্গোপাঙ্গো সহকারে বর্ণিত হবে। কবির, বিষয়বস্তুর, নায়কের বা অন্য কারো নামে মহাকাব্যের নামকরণ হবে। সর্গের বিষয়বস্তু অনুসারে সর্গের নামকরণ হবে। রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়, শিশুপালবধ প্রভৃতি মহাকাব্যের উদাহরণ। মহাভারতাদি ঋষিবিরচিত মহাকাব্যে সর্গগুলিকে আখ্যান বলা হয়। সেতুবন্ধাদি প্রাকৃত ভাষায় রচিত মহাকাব্যে সর্গকে বলা হয় আশ্বাস। কর্ণপরাক্রমাদি অপভ্রংশ ভাষায় রচিত মহাকাব্যে সর্গগুলিকে বলা হয় কুড়বক।

সাহিত্য দর্পণ

এক নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

১। যে কোন একটি অর্থোপক্ষেপকের নাম লেখ।

উঃ। একটি অর্থোপক্ষেপকের নাম বিষ্কম্ভক।

২। প্রস্তাবনার বিকল্প নাম লেখ (বিশ্বনাথের অনুসরণে)।

উঃ। প্রস্তাবনার বিকল্প নাম আমুখ।

৩। নাটকে প্রযোজ্য অঙ্গীরসের মধ্যে যে কোন একটির নাম লেখ।

উঃ। নাটকে প্রযোজ্য অঙ্গীরসের মধ্যে একটির নাম হল—শৃঙ্গার রস।

৪। নাট্যতত্ত্বে অভিনয় কয় প্রকারের?

উঃ। নাট্যতত্ত্বে অভিনয় চার প্রকারের।

৫। দুটি উপরূপকের নাম লেখ।

উঃ। দুটি উপরূপকের নাম হল নাটিকা ও ত্রোটক।

৬। চম্পূ কি?

উঃ। গদ্য-পদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। এতে গদ্য ও পদ্য উভয়ই কাহিনীর বাহক।

৭। নান্দী শ্লোক কটি পদ নিয়ে গঠিত হয়?

উঃ। নান্দী শ্লোক আটটি বা বারটি পদ নিয়ে গঠিত।

৮। অর্থপ্রকৃতির বিভাগগুলি কি কি?

উঃ। অর্থপ্রকৃতির বিভাগগুলি হল পাঁচটি—বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী ও কার্য।

৯। কোন্ শ্রেণীর কাব্যে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়?

উঃ। (দৃশ্যকাব্যও) চম্পূ শ্রেণীর কাব্যে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণ দেখা যায়।

১০। নাট্যতত্ত্বে পতাকাস্থান কয় প্রকার?

উঃ। নাট্যতত্ত্বে পতাকাস্থান চার প্রকার।

১১। নাটিকার অঙ্ক সংখ্যা কত?

উঃ। নাটিকার অঙ্ক সংখ্যা চার।

১২। নাট্যতত্ত্বে নাটকের অন্তিম শ্লোককে কি বলা হয়?

উঃ। নাট্যতত্ত্বে নাটকের অন্তিম শ্লোককে ভরতবাক্য বলা হয়।

১৩। রূপকের বিভাগ কয়টি?

উঃ। রূপকের বিভাগ দশটি।

১৪। নাটকে কয়টি সন্ধি থাকা প্রয়োজন?

উঃ। নাটকে পাঁচটি সন্ধি থাকা প্রয়োজন।

১৫। প্রহসন কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত?

উঃ। প্রহসন দৃশ্যকাব্যের রূপক শ্রেণীর অন্তর্গত।

১৬। উপরূপকের বিভাগ কয়টি?

উঃ। উপরূপকের বিভাগ আঠারটি।

Scanned by CamScanner

১৭। নাট্যতত্ত্বে শ্রেষ্ঠ রূপক বলতে কোন্‌টিকে বোঝায়?

উঃ। নাট্যতত্ত্বে শ্রেষ্ঠ রূপক বলতে নাটককে বোঝায়।

দুই নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর

১। আকাশভাষিত কি?

উঃ। মঞ্চে অবস্থিত কোন পাত্র বা পাত্রী বাইরের (দর্শকদের অগোচর) কাউকে কোন প্রশ্ন করে 'কি বলছ' বলে তার উত্তরটা যদি নিজেই বলে, তবে সেই বিশেষ নাট্যকৌশলকে আকাশ-ভাষিত বলে।

২। নাটকের অঙ্কে কোন্ কোন্ বিষয়ের অবতারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

উঃ। অঙ্ক দেখ।

৩। "রূপারোপাত্তু রূপকম্"—ব্যাখ্যা কর।

উঃ। দৃশ্যকাব্যের চরিত্রের আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক—এই চতুর্বিধ অবস্থার অনুকরণরূপ অভিনয়ের ফলে দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের উপর দৃশ্যকাব্যের রামাদি চরিত্রের স্বরূপের আরোপ করে বলেই দৃশ্যকাব্যকে রূপক বলা হয়।

৪। বিশ্বনাথের অনুসরণে নাটিকার লক্ষণ দাও।

উঃ। 'নাটিকা' দেখ।

৫। রূপক কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ। রূপক দশ প্রকার—নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী ও প্রহসন।

৬। বৃত্তি কাকে বলে? ইহা কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ। 'বর্ততে রসোঽনয়া' এই অর্থে √বৃৎ + ক্তিন্ = বৃত্তি। নায়ক-নায়িকাদির যে সাজপোষাক, চালচলন, হাবভাব, কথাবার্তা প্রভৃতি দ্বারা রসের প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে, সেই ব্যাপারকে বলে বৃত্তি। ইহা চারপ্রকার—কৌশিকী, সাত্ত্বতী, আরভটী ও ভারতী।

Scanned by CamScanner